# ভারতীয় অর্থনীতি- স্বাধীনতার আগে এবং পরে

## ভারতীয় অর্থনীতি - প্রাক-স্বাধীনতা যুগ (1947 সালের আগে)

- ব্রিটিশ শাসনের আবির্ভাবের আগে ভারতে একটি **স্বাধীন অর্থনীতি ছিল।**
- তুলা এবং সিল্ক টেক্সটাইল, ধাতু এবং মূল্যবান পাথরের কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারত তার **হস্তশিল্প শিল্পের** জন্য বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিল ।
- **ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের লক্ষ্য** - গ্রেট ব্রিটেনের নিজস্ব দ্রুত সম্প্রসারিত আধুনিক শিল্প ভিত্তির জন্য দেশটিকে একটি ফিডার অর্থনীতিতে পরিণত করা।
- **ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতি** - ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের চেয়ে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থ **রক্ষা** এবং **প্রচারের সাথে বেশি উদ্বিগ্ন।**

- **ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোতে একটি মৌলিক পরিবর্তন** – ভারত ব্রিটেন থেকে কাঁচামালের নেট সরবরাহকারী এবং **তৈরি শিল্প পণ্যের ভোক্তা হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছিল।**
- ঔপনিবেশিক সরকার কখনই ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের হিসাব করার **কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা করেনি ।**
- **উল্লেখযোগ্য অনুমানকারীরা হলেন-** দাদাভাই নওরোজি (ভারতে দারিদ্র্য এবং অ-ব্রিটিশ শাসন), উইলিয়াম ডিগবি, ফিন্ডলে শিরাস, ভিকেআরভি রাও (খুবই উল্লেখযোগ্য বিবেচিত) এবং আরসি দেশাই

## কৃষি খাত

- **কৃষি অর্থনীতি** – ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় অর্থনীতি ছিল মূলত **কৃষিনির্ভর** । দেশের জনসংখ্যার **প্রায় 85 শতাংশ বেশিরভাগই গ্রামে** বাস করত এবং **কৃষি থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করত** ।
- **স্থবির কৃষি খাত** - সর্বাধিক জনসংখ্যার সম্পৃক্ততার কারণে **অত্যধিক জনসমাগম হচ্ছে , যা একেবারেই কম কৃষি উৎপাদনশীলতার** দিকে পরিচালিত করে ।
- **যাইহোক, চাষের অধীনে সামগ্রিক এলাকা সম্প্রসারণের** কারণে খাতটি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- ভূমি বন্দোবস্তের পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত, কৃষি খাত থেকে অর্জিত মুনাফা **কৃষকদের** পরিবর্তে জমিদারদের কাছে চলে যায় যেখানে কোন জমিদার কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেননি।
- **কৃষি উপকরণের অভাব** - নিম্ন স্তরের প্রযুক্তি, সেচ সুবিধার অভাব এবং সারের নগণ্য ব্যবহারের ফলে **কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতার নিম্ন স্তরের সৃষ্টি হয়েছে।**
- ভারতের কৃষি সোপান, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং মাটির বিশুদ্ধকরণে বিনিয়োগের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল।
- **কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ** - কৃষকদের তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে খুব কমই সাহায্য করতে পারে কারণ তারা অর্থকরী ফসল উৎপাদন করত যা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শিল্পগুলি দেশে ফিরে ব্যবহার করবে।
- **দেশ ভাগ** : অবিভক্ত দেশের **উচ্চ সেচ ও উর্বর জমির একটি বড় অংশ পাকিস্তানে চলে যায়** যার ফলে ভারতের কৃষিখাতে বিশেষ করে পাট শিল্পের উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে (পুরো এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়)

## শিল্প ক্ষেত্র

- বিশ্বের সেরা হস্তশিল্প সামগ্রী মন্থন করার উত্তরাধিকার বহন করেও ভারত **একটি শক্তিশালী শিল্প ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেনি – এটি দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং কোনও অনুরূপ আধুনিক শিল্প ভিত্তি তার জায়গা নিতে দেওয়া হয়নি।**

- **পদ্ধতিগত অ-উদ্যোগীকরণের নীতি** – ব্রিটেনে আসন্ন আধুনিক শিল্পের জন্য ভারতকে শুধুমাত্র **গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল রপ্তানিকারকের মর্যাদায়** হ্রাস করা ।
- **ভারতকে সেই শিল্পগুলির তৈরি পণ্যগুলির জন্য** একটি বিস্তৃত বাজারে পরিণত করা যাতে ব্রিটেনের সর্বাধিক সুবিধার জন্য তাদের অব্যাহত সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা যায়।
- **দেশীয় হস্তশিল্প শিল্পের পতন** ভারতে ব্যাপক **বেকারত্ব** এবং **গ্রামীণ দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল।**
- **তুলা এবং পাট টেক্সটাইল মিলগুলি** প্রধানত দেশের **পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল – মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট (ভারতীয়)।**
- উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, আধুনিক শিল্প ভারতে শিকড় গাড়তে শুরু করলেও এর অগ্রগতি খুব **ধীর এবং স্থবির ছিল।**
- **লোহা ও ইস্পাত শিল্পগুলি উঠতে শুরু করে** – 1907 সালে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি (TISCO) নিগমিত হয় । চিনি, সিমেন্ট, কাগজ ইত্যাদি অন্যান্য শিল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উঠে আসে।
- **ক্যাপিটাল গুডস ইন্ডাস্ট্রি** – আরও শিল্পায়নের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও এই শিল্পটি প্রস্ফুটিত হয়নি।
- নতুন শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এর অবদান ছিল অপ্রীতিকর এবং টুকরো টুকরো।
- এইভাবে শিল্প খাতকে **আধুনিকায়ন, বহুমুখীকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি** এবং পাবলিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কাল্পাকাটি থেকে **বাদ দেওয়া হয়েছিল।**
- **পাবলিক সেক্টরের পরিচালনার সীমিত এলাকা** —এটি শুধুমাত্র রেলওয়ে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগ, বন্দর এবং কিছু অন্যান্য বিভাগীয় উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

**ক্যাপিটাল গুডস ইন্ডাস্ট্রি** - মানে এমন শিল্প যা মেশিন টুলস তৈরি করতে পারে যা বর্তমান খরচের জন্য পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

## বৈদেশিক বাণিজ্য

- **প্রাচীনকাল** থেকেই ভারত একটি **গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য দেশ** ।

- **পণ্য উৎপাদন, বাণিজ্য এবং শুল্কের সীমাবদ্ধ নীতি** ভারতকে প্রাথমিক পণ্যের (কাঁচা রেশম, তুলা, উল, চিনি, নীল, পাট ইত্যাদি) রপ্তানিকারক এবং তৈরি ভোগ্যপণ্যের (তুলা, সিল্ক এবং পশমী কাপড় এবং মূলধনী পণ্যগুলির মতো) আমদানিকারক করে তোলে। হালকা যন্ত্রপাতি) ব্রিটেনের কারখানায় উত্পাদিত হয়
- ব্রিটেন ভারতের রপ্তানি এবং আমদানির উপর **একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল, যার ফলে ভারতের অর্ধেকেরও বেশি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্রিটেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল** এবং বাকিটা চীন, সিলন (শ্রীলঙ্কা) এবং পারস্য (ইরান) এর মতো কয়েকটি অন্যান্য দেশের সাথে অনুমোদিত হয়েছিল।
- **সুয়েজ খাল খোলার ফলে** ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের (বাক্স) উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ আরও তীব্র হয়।
- খাদ্যশস্য, জামাকাপড়, কেরোসিন ইত্যাদির মতো বেশ কিছু **নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য** অভ্যন্তরীণ বাজারে **তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।**
- ব্রিটেনে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক স্থাপিত **একটি অফিসের ব্যয়** এবং **ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক যুদ্ধের ব্যয়ভার** ভারত থেকে উৎপন্ন রাজস্ব থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

## ডেমোগ্রাফিক ট্রেন্ড

- ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার প্রথম ডকুমেন্টেশন 1881 **(দশবার্ষিক) আদমশুমারির** মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল । এই আদমশুমারি ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির **অসমতা প্রকাশ করেছে।** ভারতের জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের পর্যায়:
    - **1ম পর্যায় :** 1921 সালের আগে

    - **২য় পর্যায়** : 1921-এর পরে - ভারতের মোট জনসংখ্যা বা এই পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি ছিল না এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন সূচকগুলিও যথেষ্ট উত্সাহজনক ছিল না।
- **সামগ্রিক সাক্ষরতার স্তর:** 16 শতাংশের কম; (নারী সাক্ষরতার স্তর ছিল প্রায় সাত শতাংশ)
- **জনস্বাস্থ্য সুবিধা** : হয় বৃহত্তর জনসংখ্যার জন্য অনুপলব্ধ বা, যখন উপলব্ধ ছিল, তখন সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত।
- **জল এবং বায়ুবাহিত রোগের** ব্যাপক ঘটনা জীবনকে বড় ক্ষতি করে
- সামগ্রিক **মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি** এবং শিশুমৃত্যুর হার ছিল বেশ উদ্বেগজনক - প্রায় 218:1000
- আয়ুষ্কালও খুব কম ছিল - 32 বছর
- ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে **ব্যাপক দারিদ্র্য বিরাজ করেছিল যা সেই সময়ের ভারতের জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান প্রোফাইলে অবদান রেখেছিল।**

## পেশাগত কাঠামো

- পেশাগত কাঠামো বিভিন্ন শিল্প ও সেক্টরে কর্মরত ব্যক্তিদের বন্টনকে বোঝায়
- ঔপনিবেশিক আমলে পেশাগত কাঠামোর **পরিবর্তনের খুব কম লক্ষণ দেখা গেছে**
- **কর্মশক্তির সবচেয়ে বড় অংশ** প্রায় 70-75 শতাংশ কৃষিতে প্রত্যক্ষ করা **হয়** ।
- ম্যানুফ্যাকচারিং এবং পরিষেবা খাতগুলি আঞ্চলিক বৈচিত্র্যে যথাক্রমে মাত্র 10 এবং 15-20 শতাংশ বৃদ্ধির জন্য দায়ী।
- তৎকালীন **মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি** , **মহারাষ্ট্র** এবং **পশ্চিমবঙ্গের** অংশগুলি উত্পাদন এবং পরিষেবা খাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধির সাথে **কৃষি খাতের উপর কর্মশক্তির নির্ভরতা হ্রাস** পেয়েছে।
- **ওড়িশা, রাজস্থান এবং পাঞ্জাব** একই সময়ে কৃষিতে কর্মশক্তির অংশ বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

## অবকাঠামো

- বিভিন্ন ঔপনিবেশিক স্বার্থকে উপেক্ষা করার জন্য (জনগণকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ার জন্য), ভারতে মৌলিক অবকাঠামোর (রেলওয়ে, বন্দর, জল পরিবহন, ডাক ও টেলিগ্রাফ) উন্নয়ন হয়েছিল।
- **রাস্তা-** _
- ভারতের অভ্যন্তরে **সেনাবাহিনীকে** একত্রিত করা
- গ্রামাঞ্চল থেকে নিকটস্থ রেলওয়ে স্টেশনে বা বন্দরে **কাঁচামাল** বের করে সুদূর ইংল্যান্ডে পাঠানোর জন্য
- বর্ষাকালে **গ্রামাঞ্চলে পৌঁছানো** ।
- **রেলওয়ে** -
    - **লর্ড ডালহৌসি** 1850 সালে প্রবর্তন করেন
    - **ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে** মানুষকে দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করতে সক্ষম করে
    - **ভারতীয় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ সহজতর** যা ভারতের গ্রাম অর্থনীতির তুলনামূলক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে
    - ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের আয়তন ভারতীয় জনগণের জন্য খুব কমই উপকৃত হওয়ার সাথে সাথে প্রসারিত হয়েছে
    - সামাজিক সুবিধাগুলি দেশের বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতিকে ছাড়িয়ে গেছে এবং 'রেলওয়ে'র আরও আপগ্রেডেশন, সম্প্রসারণ এবং জনমুখীকরণের প্রয়োজন।
- **বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ** প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কাজ করেছিল।

- **ডাক পরিষেবাগুলি** দরকারী ছিল কিন্তু অপর্যাপ্ত ছিল।
- **অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক লেনের উন্নয়ন** - এগুলির বিকাশের মিশ্র প্রতিক্রিয়া কারণ কখনও কখনও তারা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হয়েছিল (উড়িষ্যা উপকূলে উপকূল খাল)

## অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন

<table>
<tr><td rowspan="5">একটি অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা</td><td rowspan="3">কি উৎপাদন করতে হবে</td><td colspan="2">উত্পাদিত পণ্য নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত</td></tr>
<tr><td colspan="2">বাজার বিশ্লেষণ অনুযায়ী</td></tr>
<tr><td colspan="2">ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী</td></tr>
<tr><td rowspan="2">কিভাবে উৎপাদন করা যায়</td><td rowspan="2">উত্পাদনের কৌশল নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত</td><td>শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি<ul><li>মূলধনের চেয়ে বেশি শ্রমের ব্যবহার</li><li>শ্রম>পুঁজি</li></ul></td></tr>
<tr><td>ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ টেকনিক<ul><li>শ্রমের চেয়ে বেশি পুঁজির ব্যবহার</li><li>পুঁজি > শ্রম</li></ul></td></tr>
<tr><td rowspan="2">কার জন্য উৎপাদন করতে হবে</td><td rowspan="2">সমাজের সেই অংশের সাথে সম্পর্কিত যার জন্য পণ্য উৎপাদন করা হবে</td><td>আয়ের বণ্টন অনুযায়ী</td></tr>
<tr><td>সম্পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী</td></tr>
</table>

## ক্যাপিটালিস্ট (মার্কেট) ইকোনমি সিস্টেম

- একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, উৎপাদিত পণ্যগুলি মানুষের মধ্যে ভাগ করা হয় মানুষ যা চায় তার ভিত্তিতে নয় বরং **ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তির** উপর – যা পণ্য এবং পরিষেবা কেনার ক্ষমতা।
- যার অর্থ একজন ব্যক্তির পণ্য এবং পরিষেবাগুলি কেনার জন্য তার কাছে অর্থ থাকা দরকার।
- **উদাহরণ** – সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন অনেক বেশি প্রয়োজন কিন্তু বাজারে চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করবে না কারণ অভাবীদের কাছে চাহিদা পূরণের ক্রয় ক্ষমতা নেই।
- অতএব, পণ্যটি **বাজারের শক্তি অনুসারে তৈরি এবং সরবরাহ করা হবে না।**

| বৈশিষ্ট্য | যোগ্যতা | DEMERITS |
|---|---|---|
| উদ্যোগের স্বাধীনতা- প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব অর্থনৈতিক পছন্দ করতে স্বাধীন | উৎপাদন বৃদ্ধি | একচেটিয়া বাড়ে |
| ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার - প্রত্যেক ব্যক্তি যেকোনো পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন করতে পারে | নমনীয় সিস্টেম | অসমতা |
| ভোক্তাদের পছন্দের স্বাধীনতা | সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার | হতাশা এবং বেকারত্ব |
| প্রযোজক এবং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা | উন্নতি ও সমৃদ্ধি | অপর্যাপ্ত উৎপাদন |

| | | |
|---|---|---|
| উদ্ভাবনের আরও সুযোগ | কম খরচে মানসম্পন্ন পণ্য | শ্রেণী সংঘাত |

## সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

- একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে, সরকার নির্ধারণ করে সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে **কোন পণ্যগুলি তৈরি করা হবে** ।
- এটা বিশ্বাস করা হয় যে সরকার দেশের **নাগরিকদের জন্য কী উপযুক্ত তা বোঝে , তাই, স্বতন্ত্র ক্রেতাদের আবেগকে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় না।**
- কীভাবে পণ্য তৈরি করা হবে এবং কীভাবে পণ্যটির নিষ্পত্তি করা উচিত তা সরকার উপসংহারে পৌঁছেছে।
- নীতিগতভাবে, **সমাজতন্ত্রের অধীনে ভাগাভাগি একজন ব্যক্তির কী প্রয়োজন তার উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়** এবং তারা কী কিনতে পারে তা নয়।
- একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার **একটি পৃথক সম্পত্তি নেই** কারণ সবকিছু সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

| বৈশিষ্ট্য | যোগ্যতা | DEMERITS |
|---|---|---|
| ব্যক্তিগত ও সরকারি মালিকানার সহাবস্থান | কল্যাণ রাষ্ট্র | দুই খাতের মধ্যে অসহযোগিতা |
| অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অস্তিত্ব | সম্পদের আরও ভালো বরাদ্দ | অদক্ষ পাবলিক সেক্টর |
| সরকার কর্তৃক সহায়ক নীতি। বেসরকারি খাতের জন্য | সম্পদের সুষম বন্টন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচার করে | অর্থনৈতিক ওঠানামা এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্য সবচেয়ে দক্ষ নয় |
| সরকারের পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ভূমিকা। | নিশ্চিত করে যে সমস্ত নাগরিকের একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জনের উপায় রয়েছে | দুর্নীতি, লাল ফিতাবাদ এবং পক্ষপাতিত্বের প্রজনন ক্ষেত্র। |
| ভোক্তাদের পছন্দের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা নেই। | এটি তার সকল সদস্যদের ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে | সমাজতন্ত্র তার নাগরিকদের কঠোর পরিশ্রম বা কোনো সৃজনশীলতা প্রচার করে না। |

## মিক্সড ইকোনমিক সিস্টেম

- এটি একটি কমান্ড (সমাজতান্ত্রিক) অর্থনীতি এবং একটি বাজার (পুঁজিবাদী) অর্থনীতির একটি সুবর্ণ **সমন্বয়** ।
- এই উদ্দেশ্যে, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দ্বৈত **অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও** বলা হয় ।
- যাইহোক, **একটি মিশ্র ব্যবস্থা নির্ধারণ করার জন্য কোন আন্তরিক পদ্ধতি** নেই , কখনও কখনও শব্দটি অর্থনীতির নির্দিষ্ট বিভাগে কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে একটি বাজার ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে।

## মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও নীতি

| বৈশিষ্ট্য | যোগ্যতা | DEMERITS |
|---|---|---|
| একটি কমান্ড অর্থনীতি এবং একটি বাজার অর্থনীতির সমন্বয়। | বাজারে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। | সরকারি খাত সর্বাধিক সুবিধা পায় যেখানে বেসরকারি খাত নিয়ন্ত্রিত থাকে। |
| সকল সেক্টরের সহাবস্থান- একটি মিশ্র অর্থনীতিতে তিনটি সেক্টরই সহাবস্থান করে | কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুবিধা ভোগ করে | অদক্ষ পরিকল্পনা - অর্থনীতির বড় খাত সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। |

| | | |
|---|---|---|
| সমাজকল্যাণ- দেশের সম্পদের ব্যবধান কমানো এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্য। | সম্পত্তির মালিকানা এবং পণ্য ও পরিষেবার পছন্দের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। | সেক্টরের অকার্যকরতা- বেসরকারি খাত পূর্ণ স্বাধীনতা পায় না, তাই অকার্যকর হয়ে পড়ে। এটি সরকারী সেক্টরের মধ্যে অকার্যকরতার দিকে পরিচালিত করে। |
| অর্থনৈতিক পরিকল্পনা - দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির জন্য সাধারণ নির্দেশিকা। | মূল্য প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব। সুতরাং সম্পদের বরাদ্দ আরও বিজ্ঞানসম্মত এবং অর্থনীতির জন্য উপকারী। | প্রতিনিয়ত বেসরকারি খাত জাতীয়করণের ভয়। |
| সমবায়ের অস্তিত্ব সেক্টর | | দুর্নীতি ও কালোবাজারি |

## পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং মিশ্র অর্থনৈতিক মডেলের মধ্যে পার্থক্য

| **প্যারামিটার** | **ক্যাপিটালিস্ট** | **সমাজবাদী** | **মিশ্রিত** |
|---|---|---|---|
| সম্পত্তির মালিকানা | ব্যক্তিগত | পাবলিক | সরকারি এবং বেসরকারি উভয়ই |
| মূল্য নির্ধারণ | চাহিদা এবং সরবরাহের বাজার শক্তি দ্বারা নির্ধারিত | কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত। | কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এবং চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত। |
| উৎপাদনের উদ্দেশ্য | লাভের উদ্দেশ্যে | সমাজ কল্যাণ | বেসরকারি খাতে লাভের উদ্দেশ্য এবং সরকারি খাতে কল্যাণের উদ্দেশ্য |
| সরকারের ভূমিকা | কোন ভূমিকা নেই | সম্পূর্ণ ভূমিকা | সরকারি খাতে পূর্ণ ভূমিকা এবং বেসরকারি খাতে সীমিত ভূমিকা |
| প্রতিযোগিতা | বিদ্যমান | কোন প্রতিযোগিতা নেই | শুধুমাত্র বেসরকারি খাতে বিদ্যমান |
| আয়ের বণ্টন | খুবই অসম | বেশ সমান | উল্লেখযোগ্য বৈষম্য বিদ্যমান। |

## ভারত কি ধরনের অর্থনীতি?

- ভারতের একটি **মিশ্র অর্থনীতি** রয়েছে । **ভারতের কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক কৃষিতে** নিয়োজিত , যা একটি ঐতিহ্যবাহী অর্থনীতির স্বাক্ষর।
- **এর এক-তৃতীয়াংশ কর্মী পরিষেবা শিল্পে** নিযুক্ত , যা ভারতের উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ অবদান রাখে।
- এই অংশের উৎপাদনশীলতা বাজার অর্থনীতির দিকে ভারতের স্থানান্তর দ্বারা সম্ভব হয়েছে।
- 1990 এর দশক থেকে, ভারত বেশ কয়েকটি শিল্পকে **নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেছে।** এটি অনেক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগকে **বেসরকারীকরণ** করেছে, এবং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের **দরজা খুলে দিয়েছে** ।

## মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণের কারণ

- সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে **সুস্থ ভারসাম্য** বজায় রাখা । এটি তাদের মধ্যে সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে যা উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সহায়ক।

- এর মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতির পাশাপাশি উৎপাদন, ভোগ, পেশার স্বাধীনতা এবং লাভের উদ্দেশ্যের উপস্থিতির মাধ্যমে, এটি নিশ্চিত করে যে **সম্পদের একটি দক্ষ বরাদ্দ রয়েছে।** অর্থনীতিতে
- আয়, সম্পদ ইত্যাদির **বৈষম্য কমিয়ে আনার** জন্য কাজ করে।
- **বেকারত্ব ও দারিদ্র্য** দূর করা ।
- মিশ্র অর্থনীতি সামাজিক কল্যাণকে সর্বাধিক করে তোলে। এটি একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের সমস্ত প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

## "পরিকল্পনা" এর অর্থ

- একটি পরিকল্পনা কীভাবে একটি জাতির সম্পদ ব্যবহার করা উচিত তা বানান করে। **এর কিছু সাধারণ লক্ষ্যের** পাশাপাশি **নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য** থাকা উচিত যা একটি **নির্দিষ্ট সময়ের** মধ্যে অর্জন করতে হবে ;
- ভারতে পরিকল্পনাগুলি **পাঁচ বছরের মেয়াদী এবং একে পাঁচ বছরের পরিকল্পনা** বলা হয় ( **আমরা এটি প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ধার করেছি** )।
- আমাদের পরিকল্পনা নথিগুলি **একটি পরিকল্পনার পাঁচ বছরে অর্জিত লক্ষ্যগুলি এবং বিশ বছরের** মধ্যে কী অর্জন করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে (যাকে পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়)
- ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিটি ভাল এবং পরিষেবার কতটা উৎপাদন করা হবে তা বলা নেই।

1950 সালে প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে **পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুগ শুরু হয়।**

## অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধরন

### দিকনির্দেশক পরিকল্পনা

- 
  - **সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী** দেশগুলি অনুসরণ করে দিকনির্দেশক ধরণের পরিকল্পনা । পরিকল্পনার লক্ষ্য **পূর্বনির্ধারিত** এবং ক্ষমতায় থাকা **সরকারের সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হয় ।** দিকনির্দেশক ধরণের পরিকল্পনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প খাত, পরিবহন, অবকাঠামো ইত্যাদি সহ সমস্ত জিনিস **রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে।**

### প্রলোভন দ্বারা পরিকল্পনা

- 
  - এই পরিকল্পনা **স্বাধীন** পরিকল্পনা। এই প্রকারে, রাষ্ট্র উৎপাদনের **প্রক্রিয়া** , এন্টারপ্রাইজ গঠন এবং খরচের বিভিন্ন ধরণ **নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।** সরকার অর্থনীতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য **বিভিন্ন মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করে ।**

### পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা

- 
  - পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা হল 20 **থেকে** 25 **বছরের** সময়ের জন্য **দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা । এটি পর্যায়ক্রমে** একটি **দীর্ঘ সময়ের** জন্য উন্নয়নের একটি রূপরেখা । **এগুলিকে আরও বার্ষিক পরিকল্পনায়** ভাগ করা যায় । এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সাধারণত **ধারাবাহিকতা বজায় রাখে ।**

**নির্দেশক পরিকল্পনা**

- ইঙ্গিতমূলক পরিকল্পনা হল পরিকল্পনার তুলনামূলকভাবে **নমনীয় ধরনের** (নরম পরিকল্পনা), কারণ এটি ব্যাপক বা অপরিহার্য পরিকল্পনা থেকে আলাদা। এটি লক্ষ্য পরিকল্পনার সমাপ্তিতে **বিকেন্দ্রীভূত নীতির উপর কাজ করে।** এই পরিকল্পনায়, সরকারি খাতের জন্য লক্ষ্যমাত্রা **বাধ্যতামূলক** এবং বেসরকারী খাতের জন্য সেগুলি **শুধুমাত্র নির্দেশক** । **এটি প্রাথমিকভাবে ফ্রান্স** এবং **জাপানের** মতো দেশে ব্যবহৃত হয়েছিল ।

**আবশ্যিক পরিকল্পনা**

- এতে, ক্ষমতায় থাকা সরকার অর্থনীতির সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সংস্থান **পরিচালনা করে** এবং **নিয়ন্ত্রণ করে** । সমস্ত উপলব্ধ সংস্থানগুলি পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি সম্পূর্ণ করতে **উচ্চ দক্ষতার** সাথে ব্যবহার করা হয় । যেহেতু সরকারের সিদ্ধান্ত এবং নীতিনির্ধারণ **খুবই কঠোর,** সেগুলো বাজারের খেলোয়াড়দের অনুসরণ করতে হবে। **রাশিয়া** এবং **চীনে** অপরিহার্য পরিকল্পনা ব্যবহার করা হচ্ছে ।

**গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা**

- গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার মূল আদর্শ হল **গণতান্ত্রিক সরকার** গঠন করা । **জনগণের চাহিদা ও চাহিদা** অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় । অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনাই গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার মূলনীতি। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার লক্ষ্য **আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করা।**

**স্থির পরিকল্পনা**

- **একটি নির্দিষ্ট সময়ের** জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় । একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যগুলি পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে অর্জন করতে হবে। জরুরী অবস্থা ছাড়া এই লক্ষ্যগুলিতে শারীরিক লক্ষ্য এবং ব্যয় প্রায়শই পরিবর্তিত হয় না। **ভারতে** স্থির পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়।

**কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা**

- **কেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষ** দেশের সমস্ত পরিকল্পনা কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় পরিকল্পনা করে এবং প্রণয়ন করে। এই কর্তৃপক্ষ **সমস্ত শিল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে** এবং **সমস্ত সেক্টরের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে** । এটি পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অনুসারে সমস্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়।

**বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা**

- বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায়, পরিকল্পনাগুলি **তৃণমূল স্তরে কার্যকর করা** হয় । এতে, রাজ্য স্তর বা জেলা স্তরে হোক না কেন দেশের সমস্ত প্রশাসনিক ইউনিটের সাথে আলোচনার সাথে **কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়** । শিল্পের সমস্ত প্রধান প্রতিনিধি স্টেকহোল্ডারদের সাথে **পূর্ণ আলোচনা** করে শিল্পের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় ।

## ভারতীয় অর্থনীতি – স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগ (1950-1990)

| ভারতে পরিকল্পনা | |
|---|---|
| স্বাধীনতা পূর্ব পরিকল্পনা | স্বাধীনতা পরবর্তী পরিকল্পনা |

### 1.ভারতে স্বাধীনতা-পূর্ব পরিকল্পনা

- **বিশ্বেশ্বরায়** 1934 সালে তাঁর **"প্ল্যানড ইকোনমি ইন ইন্ডিয়া" বইটি প্রকাশ করেন। এই বইটিতে তিনি 10 বছরে** ভারতের উন্নয়নের একটি গঠনমূলক খসড়া উপস্থাপন করেন । **তার মূল ধারণা ছিল শ্রমকে কৃষি থেকে শিল্পে স্থানান্তর করা** এবং দশ বছরে **জাতীয় আয় দ্বিগুণ করার** পরিকল্পনা করা । এটি ছিল **প্রথম কংক্রিট পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ** পরিকল্পনার দিকে
- **INC এর করাচি অধিবেশন** (1931), INC এর **ফৈজপুর অধিবেশন** (1936) এর সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন করা হয়েছিল ।
- **জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (1938)** - ভারতের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা তৈরির **প্রথম প্রচেষ্টা ছিল। এই কমিটি কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু** দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং **জওহরলাল নেহরু এর সভাপতিত্ব করেছিলেন।** তবে কমিটির প্রতিবেদন তৈরি করা যায়নি এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথমবারের মতো কিছু কাগজপত্র বের হয়।
- **বোম্বে প্ল্যান** - 1944 সালে, বোম্বাইয়ের শিল্পপতিরা মিঃ জেআরডি টাটা, জিডি বিড়লা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, লালা শ্রীরাম, কস্তুরভাই লালভাই, এডি শ্রফ, অর্দেশির দালাল এবং জন মাথাই একসাথে কাজ করে " **একটি সংক্ষিপ্ত স্মারকলিপি তৈরি করেন যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়। ভারত"** যা বোম্বে প্ল্যান নামে পরিচিত ছিল। এই পরিকল্পনাটি **15 বছরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ** এবং এই সময়ের মধ্যে **জাতীয় আয় তিনগুণ করার পরিকল্পনা করেছিল।**
- **1944 সালের** আগস্টে , ব্রিটিশ ভারত সরকার **আরদেশীর দালালের** অধীনে একটি **"পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ"** গঠন করে । কিন্তু এই বিভাগটি 1946 সালে বিলুপ্ত করা হয়।
- **জনগণের পরিকল্পনা** - পরিকল্পনাটি ছিল মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে এবং **খসড়া তৈরি করেছিলেন এমএন রায়** । এই পরিকল্পনাটি ছিল **দশ বছরের জন্য এবং** কৃষিকে **সর্বাধিক অগ্রাধিকার** দেওয়া হয়েছিল । সমস্ত কৃষি ও উৎপাদন জাতীয়করণ ছিল এই পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- **গান্ধীবাদী পরিকল্পনা (1944 ) - 1944 সালে শ্রী শ্রীমান নারায়ণ যে ওয়ার্ধা কমার্শিয়াল কলেজের প্রিন্সিপাল** ছিলেন তার সামনে রেখেছিলেন । এটি একটি **বিনয়ী ধরনের** পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনায় কুটির **শিল্পের** বিকাশের মাধ্যমে **গ্রামীণ উন্নয়নে** প্রাধান্য সহ অর্থনৈতিক **বিকেন্দ্রীকরণের** উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।
- **সর্বোদয় পরিকল্পনা (1950 )** - গান্ধীবাদী পরিকল্পনার পাশাপাশি **বিনোবা ভাবের সর্বোদয় আইডিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত জয়প্রকাশ নারায়ণ** দ্বারা পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করা হয়েছিল । এতে **ক্ষুদ্র ও তুলা শিল্প এবং কৃষির ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে** । পরিকল্পনায় **ভূমি সংস্কার** এবং **বিকেন্দ্রীকৃত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার** উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।

### 2. স্বাধীনতা-পরবর্তী

- **ইকোনমিক প্রোগ্রাম কমিটি (EPC)** - **অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি** (AICC) দ্বারা গঠিত হয়েছিল **যার চেয়ারম্যান ছিলেন নেহরু** । এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করা

যা **বেসরকারি ও সরকারি অংশীদারিত্ব এবং নগর ও গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য আনতে** পারে । ইপিসি 1948 সালে ভারতে একটি **স্থায়ী পরিকল্পনা কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছিল।**

- **1950 সালের মার্চ** মাসে সরকারের ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির অনুসরণে, **একটি রেজোলিউশনের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়েছিল** , যেখানে জওহরলাল নেহরু পরিকল্পনা কমিশনের **প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন** ।
- পরিকল্পনা কমিশনকে দেশের **সমস্ত সম্পদের মূল্যায়ন , ঘাটতি সম্পদ বৃদ্ধি, সম্পদের** সর্বাধিক কার্যকর ও সুষম ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

**গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র:** নেহেরু সোভিয়েত পরিকল্পনার সাফল্য দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন; দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র বেসরকারি খাতের একচেটিয়া প্রবণতা বৃদ্ধিই ঠেকানো নয় বরং অর্থনৈতিক লাভের পরিবর্তে সামাজিক লাভের মূল লক্ষ্যে খেলার জন্য বেসরকারি খাতকে স্বাধীনতা প্রদান করা।

## পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

### বৃদ্ধি

- 
- প্রবৃদ্ধি বলতে দেশের অভ্যন্তরে পণ্য ও পরিষেবার আউটপুট উৎপাদনের জন্য **দেশের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে বোঝায়।**
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভালো সূচক হল **দেশের মোট দেশজ উৎপাদন** (জিডিপি)-তে ক্রমাগত বৃদ্ধি – এক বছরে দেশে উৎপাদিত সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার বাজারমূল্য।
- একটি দেশের জিডিপি অর্থনীতির **বিভিন্ন ক্ষেত্র** (প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয়) থেকে প্রাপ্ত হয় - এই প্রতিটি সেক্টরের অবদান অর্থনীতির কাঠামোগত গঠন তৈরি করে।

### আধুনিকীকরণ

- 
- নতুন ধরনের মেশিন ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কারখানার গৃহীত পদক্ষেপকে বলা হয় আধুনিকীকরণ।
- আধুনিকীকরণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় যেমন স্বীকৃতি যে নারীদের পুরুষদের সমান অধিকার থাকা উচিত।

### স্বনির্ভরতা

- 
- একটি জাতি তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে বা অন্য দেশ থেকে আমদানিকৃত সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণকে উন্নীত করতে পারে।
- প্রথম **সাতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্বনির্ভরতাকে গুরুত্ব দিয়েছিল যার অর্থ আমাদের নির্ভরশীলতা কমাতে** ভারতেই উৎপাদিত পণ্যের আমদানি এড়ানো। বিদেশী দেশগুলির উপর আমাদের নির্ভরতা কমানো যায়, বিশেষ করে খাদ্যের জন্য।
- একটি আশঙ্কা ছিল যে আমদানিকৃত খাদ্য সরবরাহ, বিদেশী প্রযুক্তি এবং বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরতা আমাদের নীতিতে **বিদেশী হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করে তুলতে পারে।**
- সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী কোভিড -১৯ প্রাদুর্ভাবের পটভূমিতে একটি স্বনির্ভর **ভারত (আত্ম নির্ভার ভারত) এর জন্য জোর দিয়েছেন।**

**EQUITY**

- 
  - **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুবিধাগুলি** শুধুমাত্র ধনীদের দ্বারা ভোগ করার পরিবর্তে দরিদ্র শ্রেণীর কাছে পৌঁছেছে তা নিশ্চিত করার জন্য – **প্রত্যেক ভারতীয়কে তার মৌলিক চাহিদা** যেমন খাদ্য, একটি উপযুক্ত ঘর, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা মেটাতে সক্ষম হওয়া উচিত; এবং সম্পদ বন্টনে বৈষম্য হ্রাস করা।

## পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা এবং 'কল্যাণ রাষ্ট্র'** এর প্যাটার্ন নিশ্চিতকরণ ।
- টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।
- দারিদ্র্য বিমোচন
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টি** এবং আত্মকর্মসংস্থান
- ঐতিহ্যগত অর্থনীতির **আধুনিকীকরণকে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য বিশেষ করে কৃষি খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল**
- প্রস্তাবনা , **মৌলিক কর্তব্য** , **মৌলিক অধিকার** এবং **রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলির** সমস্ত আকাঙ্ক্ষার যথাযথ স্থান এবং গুরুত্ব প্রদান করুন – জীবিকার পর্যাপ্ত উপায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং ন্যায়বিচার ও সমতার উপর ভিত্তি করে একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা।
- **স্বনির্ভরতা** – বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি অধস্তন অবস্থানের বিরুদ্ধে আঘাত করার একটি প্রচেষ্টা।
- **অর্থনৈতিক সমতা** নিশ্চিত করা

## পরিকল্পনার জন্য আর্থিক সংস্থান

- কেন্দ্রীয় বাজেট এবং রাজ্য বাজেট – রাজস্ব এবং মূলধন প্রাপ্তির দিক
- পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ (PSEs)
- দেশীয় বেসরকারি খাত
- **মোট বাজেটের সহায়তা** – এটি কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে একটি পরিমাণ যা পরিকল্পনার সময়কালে পরিকল্পিত বিনিয়োগের জন্য তহবিল দেয়।
- ভারতে **সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (FDI)**

## প্রাইম মুভিং ফোর্স – কৃষি বনাম শিল্প

- তৎকালীন সরকার **শিল্পকে** ভারতের অর্থনীতির প্রধান গতিশীল শক্তি হিসাবে বেছে নিয়েছিল।
- উপলব্ধ সংস্থান ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি **অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত** বলে মনে হয় কারণ **ভারতে সেই সমস্ত পূর্বশর্তের অভাব ছিল** যা তার প্রধান প্রবর্তক হিসাবে শিল্প ঘোষণার পরামর্শ দিতে পারে –
- অবকাঠামো খাতে উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে।
- শক্তিশালী অবকাঠামো শিল্পের অভাব, যেমন, লোহা ও ইস্পাত, সিমেন্ট, কয়লা, অপরিশোধিত তেল, তেল পরিশোধন এবং বিদ্যুৎ।
- বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির প্রাপ্যতার অভাব – সরকার বা বেসরকারি খাতের দ্বারা।
- শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অনুপস্থিতি এবং গবেষণা ও উন্নয়নের অভাব।
- দক্ষ ও আধা দক্ষ জনবলের অভাব।
- মানুষের মধ্যে উদ্যোক্তা চেতনার অভাব।
- শিল্প পণ্যের বাজারের অভাব।

- অন্যান্য অনেক সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণ যা অর্থনীতির সঠিক শিল্পায়নের জন্য নেতিবাচক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

**ভারতের অর্থনীতির প্রধান গতিশীল শক্তি হিসাবে কৃষি খাত কারণ:**

- দেশে উর্বর জমির প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল যা চাষের উপযোগী ছিল।
- মানব পুঁজির জন্য কোনো ধরনের উচ্চতর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল না।
- কৃষির সাথে জড়িত গ্রামাঞ্চলে উচ্চ জনসংখ্যা
- শুধু আমাদের জমির মালিকানা, সেচ এবং কৃষিতে অন্যান্য ইনপুটগুলিকে সংগঠিত করে, ভারত উন্নতির আরও ভাল সম্ভাবনার দিকে যেতে পারত।
- জনগণ একবার কৃষি থেকে লাভজনক আয়ের মাধ্যমে ক্রয় ক্ষমতার একটি স্তর অর্জন করতে সক্ষম হলে, ভারত শিল্পের প্রসারের জন্য যেতে পারত।

**নিম্নলিখিত উন্নয়নগুলি শিল্পায়নের পক্ষে ছিল-**

- প্রধান গতিশীল শক্তি হিসাবে শিল্পকে বেছে নিয়ে, ভারত অর্থনীতির শিল্পায়নের পাশাপাশি কৃষির ঐতিহ্যগত পদ্ধতিকে আধুনিকীকরণের জন্য বেছে নিয়েছে।
- বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী মতাদর্শের পাশাপাশি WB (World Bank) এবং IMF (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের উপায় হিসেবে শিল্পায়নের পক্ষে ছিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরক্ষা শক্তির আধিপত্য প্রমাণ করেছিল - যার সমর্থন প্রয়োজন শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নয়, একটি শক্তিশালী শিল্প ভিত্তিরও।
- প্রতিরোধকারী বাহিনী হিসেবে ভারতেরও নিজের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটির প্রয়োজন ছিল।
- স্বাধীনতার সময় শিল্পায়নের শক্তি ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না।
- ভারতীয় অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছিল, যখন সরকার 2002 সালে ঘোষণা করেছিল যে এখন থেকে শিল্পের পরিবর্তে, **কৃষি হবে অর্থনীতির প্রধান চালিত শক্তি।**
- পরিকল্পনা কমিশনের মতে এই ধরনের নীতির পরিবর্তন অর্থনীতির সম্মুখীন **নিম্নলিখিত প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করবে:**
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনীতি **খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে** সক্ষম হবে ।
- কৃষি উদ্বৃত্ত **বিশ্বায়ন বিশ্ব** অর্থনীতিতে রপ্তানি উৎপন্ন করবে যা WTO (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) শাসন থেকে উপকৃত হবে।
- **দারিদ্র্য বিমোচনের** চ্যালেঞ্জটি অনেকাংশে সমাধান করা হবে কারণ জোর দেওয়া কৃষিকে একটি **লাভজনক পেশায়** পরিণত করবে এবং আরও লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে **গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ঘটাবে।**
- 'মার্কেট ফেইলিউরের' উদাহরণ হিসেবে ভারতের পরিস্থিতি থেমে যাবে।

**ভারতের জন্য পরিকল্পিত এবং মিশ্র অর্থনীতি**

- স্বাধীনতার পর ভারতকে **পরিকল্পিত ও মিশ্র অর্থনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।**
- ভারত শুধুমাত্র সম্পদের স্তরেই **আঞ্চলিক বৈষম্যের সম্মুখীন হয়নি, আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছে** বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল।
- সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রক্রিয়া শুরু করলেই **গণ দারিদ্র্যের** গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব।
- **জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র্য** সরকারকে পরিকল্পনা করতে বাধ্য করেছে যাতে এটি **সম্পদ বণ্টনে সক্রিয় ভূমিকা** পালন করতে পারে এবং **ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য তাদের একত্রিত করতে পারে।**

- যদিও, সাংবিধানিকভাবে ভারতকে রাজ্যগুলির একটি ফেডারেশন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু পরিকল্পনার প্রক্রিয়ায়, নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব, পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে আরও বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছে।
- **নিম্নলিখিত কারণগুলি পরিকল্পিত এবং মিশ্র অর্থনীতি বেছে নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তৈরি করেছে –**
- গ্রেট ডিপ্রেশন (1929) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জগুলি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে ছিল
- **1950 এবং 1960 এর দশকে** , বিশ্বব্যাপী নীতিনির্ধারকদের মধ্যে প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অর্থনীতিতে **রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার পক্ষে – সোভিয়েত ইউনিয়ন** এবং **পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি** উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ছিল **।**
- **বাজারের ব্যর্থতার পরিস্থিতি নিরপেক্ষ** করতে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের প্রভাবশালী ভূমিকা
- ভারতে পরিকল্পনার পিছনে প্রভাবশালী শক্তি, **নেহেরু** নিজেই ছিলেন যার **শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক** ছিল ।

## পাবলিক সেক্টরের উপর জোর কেন?

- রাষ্ট্রকে অর্থনীতিতে **সক্রিয় এবং প্রভাবশালী ভূমিকা দিতে হবে, ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় এটি অনেকটাই ঠিক হয়ে গিয়েছিল।**
- স্বাভাবিকভাবেই, সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলির একটি বিশাল কাঠামো হতে চলেছে যা **PSU হিসাবে পরিচিত হবে।**
- পিএসইউগুলির উচ্চাভিলাষী সম্প্রসারণের পিছনে কারণটি নিম্নলিখিত প্রধান প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হয়েছিল:
- অবকাঠামোগত চাহিদা
- শিল্প চাহিদা
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- সামাজিক খাতের উন্নয়ন
- প্রাইভেট সেক্টরের উত্থান

## নেহরু-মহালনবীস মডেল অফ গ্রোথ

- **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী** (1956-61) পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের পরিকল্পনা কৌশলের টার্নিং পয়েন্ট আসে ।
- পরিকল্পনার জন্য গৃহীত মডেলটি উন্নয়নের **নেহেরু-মহলনোবিস কৌশল নামে পরিচিত কারণ এটি জওহর লাল নেহেরুর দৃষ্টিভঙ্গি** দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং পিসি মহলনোবিস ছিলেন এর প্রধান স্থপতি।
- বৃদ্ধির মহালানোবিস মডেলটি ছিল **মৌলিক পণ্যের প্রাধান্যের** উপর ভিত্তি করে (পুঁজির পণ্য বা বিনিয়োগের পণ্য যা আরও পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়)।
- এটি এই ভিত্তির উপর ভিত্তি করে ছিল **যে এটি সর্বব্যাপী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে এবং ফলস্বরূপ আউটপুট বৃদ্ধির উচ্চ হার হবে।**
- এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, রপ্তানি ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য **একটি ছোট আকারের এবং আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশ ঘটাবে।**
- **মডেলের অন্যান্য উপাদান ছিল-**
- **আমদানি প্রতিস্থাপন** - ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে আমদানিকৃত পণ্যগুলির জন্য দেশীয়ভাবে উত্পাদিত বিকল্পগুলি বিকাশ করতে সক্ষম করার জন্য বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক বাধা।
- পারমাণবিক শক্তি এবং রেল পরিবহন সহ অর্থনীতির **গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সক্রিয়** একটি বিশাল সরকারী খাত।
- বিচ্ছুরিত ও ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তাদের উৎপাদনের জন্য ভোক্তা পণ্য উৎপাদনকে চালিত করে একটি **প্রাণবন্ত ক্ষুদ্র ক্ষেত্র ।**

**মডেলের ফলাফল–**

- শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, কৌশলটি সফল হয়েছিল।
- সামগ্রিক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেড়েছে।
- কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে **একটি সু-বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্প কাঠামোর ভিত্তি** স্থাপন করেছিল এবং এটি একটি বড় অর্জন ছিল।
- এটি **স্বনির্ভরতার ভিত্তি** দিয়েছে ।

**সমালোচনা– _**

- ভারী শিল্প খাতের বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন কৃষি এবং ভোগ্যপণ্য ইত্যাদির মধ্যে **দৃশ্যমান ভারসাম্যহীনতা।**
- এটি **ট্রিকল-ডাউন প্রভাবের উপর নির্ভর করে** বৃদ্ধির সুফল সময়ের সাথে সাথে সমস্ত বিভাগে প্রবাহিত হবে।
- দারিদ্র্য বিমোচন ধীর এবং ক্রমবর্ধমান।

## রাও-মনমোহন সিং উন্নয়নের মডেল

1991 সাল থেকে অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি রাও-মনমোহন মডেলের উপর ভিত্তি করে (নরসিংহ রাও – প্রধানমন্ত্রী এবং মনমোহন সিং – অর্থমন্ত্রী)

**মডেলের বৈশিষ্ট্য**

- বেসরকারী খাতকে উদারভাবে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য নির্বাচনীভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং অনুমতিগুলি ভেঙে দেওয়া।
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা পুনর্বিন্যাস করুন। রাষ্ট্রের উচিত সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়া।
- সম্পদের প্রবাহ এবং প্রতিযোগিতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে ভারতীয় অর্থনীতিকে একীভূত করার জন্য বহিরাগত সেক্টরের উদারীকরণ।
- অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করুন এবং PSE-এর জন্য প্রতিযোগিতা তৈরি করুন – ভাল লাভ, উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতার জন্য।
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সঞ্চয় এইভাবে BoP চাপ এবং বিদেশী প্রবাহ হ্রাস করে – FDI এবং FII বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে।
- অষ্টম পরিকল্পনায় (1992-1997) অর্থনীতির বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার 6.5% এরও বেশি এর সাফল্য দেখা যায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিওপি সঙ্কটকে ইতিহাসে রেখেই জমা হয়েছে; মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ; এবং বিদেশী প্রবাহ- FDI এবং FII বৃদ্ধি পেয়েছে।

## FYPs - পিরিয়ড এবং পারফরমেন্স

| পরিকল্পনা সমূহ | বর্ণনা |
|---|---|
| **প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা** | • সময়কাল - **1951 থেকে 1956 পর্যন্ত** ।<br>• ফোকাস - সেচ এবং বিদ্যুৎ প্রকল্প সহ **কৃষি খাত ।**<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার - **2.1 শতাংশ**<br>• **3.6%** বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে (এর লক্ষ্যের চেয়ে বেশি) |

| | |
|---|---|
| | • এটি **হ্যারড-ডোমার মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল।**<br>• পরিকল্পনা ব্যয়ের প্রায় **44.6 শতাংশ সরকারি খাতের উদ্যোগের পক্ষে গেছে** (PSUs).<br>• **কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের** সূচনা (2 অক্টোবর 1952)<br>• ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে** রূপান্তরিত হয়েছে (গোরওয়ালা কমিটির সুপারিশ) |
| **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা** | • সময়কাল - **1956 থেকে 1961 পর্যন্ত**<br>• **ফোকাস - ভারী শিল্প এবং মূলধনী পণ্যের** উপর ফোকাস সহ দ্রুত শিল্পায়ন<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার – **৭.৫ শতাংশ**<br>• **4.1%** বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে (পরিকল্পনা সফল হয়েছে)<br>• এটি **পিসি মহলনোবিস মডেলের** উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল ।<br>• **দ্বিতীয় শিল্প নীতি, 1955** - শিল্পগুলিকে তিনটি তফসিলে বিভক্ত করেছে।<br>• অর্থনৈতিক নীতিতে **"সমাজের সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ন"** অর্জনের লক্ষ্য - অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে |
| তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • সময়কাল - **1961 থেকে 1966 পর্যন্ত** ।<br>• এই পরিকল্পনার নাম **'গডগিল যোজনা'** ।<br>• **দুটি যুদ্ধের** সাক্ষী , একটি 1961-62 সালে **চীনের** সাথে এবং অন্যটি 1965-66 সালে **পাকিস্তানের সাথে।**<br>• **তীব্র দুর্ভিক্ষ - 1965-1966**<br>• এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিকে স্বাধীন করা এবং টেক-অফের স্ব-সক্রিয় অবস্থানে পৌঁছানো।<br>• প্রথমবারের মতো, **ভারসাম্যপূর্ণ, আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত।**<br>• 1965 সালে **ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া** (FCI) প্রতিষ্ঠিত হয় |
| তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা<br><br>(পরিকল্পনা ছুটি)<br><br>(1966-1969) | • সময়কাল - **1966 থেকে 1969 পর্যন্ত।**<br>• কারণ- ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা।<br>• ফোকাস - **স্বনির্ভরতা**<br>• এই সময়ে **সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়।** (1966-67)<br>• এই পরিকল্পনার সময়, বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল এবং **কৃষি ও এর সংশ্লিষ্ট খাত** এবং **শিল্প খাতকে সমান অগ্রাধিকার** দেওয়া হয়েছিল । |
| | • সময়কাল - **1969 থেকে 1974 পর্যন্ত** । |

| | |
|---|---|
| চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • উদ্দেশ্য - **স্থিতিশীলতার সাথে বৃদ্ধি এবং স্ব-নির্ভরতার** প্রগতিশীল অর্জন ।<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার – **5.7 শতাংশ**<br>• 3.3% বৃদ্ধির হার অর্জন **(** পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে **)**<br>• **এই পরিকল্পনার সময় ইন্দিরা গান্ধী 1971 সালের নির্বাচনের সময় " গরিব হটাও"** স্লোগান দিয়েছিলেন।<br>• ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট প্রণয়ন ( **ফেরা 1973** ), একচেটিয়া ও সীমাবদ্ধ বাণিজ্য অনুশীলন আইন ( **MRTP 1969** )<br>• 1969 সালে 14টি ব্যাংকের **জাতীয়করণ** |
| পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • সময়কাল - **1974 থেকে 1979 পর্যন্ত।**<br>• ফোকাস - শিল্প এবং খনি দ্বারা অনুসরণ কৃষিতে শীর্ষ অগ্রাধিকার<br>• **দারিদ্র্য বিমোচন** এবং **আত্মনির্ভরশীলতার** দিকে মনোনিবেশ করুন<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার - **4.4 শতাংশ**<br>• **4.8%** বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে (পরিকল্পনা সফল হয়েছে)<br>• এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরি ও চালু করেন **ডিপি ধর** । এই পরিকল্পনা **1978 সালে বন্ধ করা হয়েছিল।**<br>• ভারতের **প্রথম জনসংখ্যা নীতি 1976 সালে ঘোষিত হয়**<br>• বিশ-দফা কর্মসূচি (1975)<br>• ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম ( **ICDS** ) 1975-76 সালে চালু হয়েছিল |
| রোলিং পরিকল্পনা | • সময়কাল - **1978 থেকে 1980 পর্যন্ত।**<br>• **"রোলিং প্ল্যান" ধারণাটি প্রফেসর গুনার মারদাল দ্বারা "ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তার বৃহত্তর সেটিং"** -এ পরিকল্পিত এবং তৈরি করা হয়েছিল।<br>• **কাজের জন্য খাদ্য** কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল।<br>• অন্ত্যোদয় প্রকল্প<br>• পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানে (পিআরআই) নতুন জীবনযাপন (অর্থাৎ, পিআরআই-এর পুনরুজ্জীবনের ২য় পর্যায়); |
| ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • সময়কাল - **1980 থেকে 1985 পর্যন্ত** ।<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার – **5.2 শতাংশ**<br>• **5.7%** বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে (পরিকল্পনা সফল হয়েছে)<br>• উদ্দেশ্য- দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।<br>• এটি বিনিয়োগ যোজনা, পরিকাঠামোগত পরিবর্তন এবং বৃদ্ধির মডেলের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে ছিল। |

| | |
|---|---|
| | • চালু হয় - জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি ( **NREP** ) 2 অক্টোবর 1980-এ<br>• সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি ( **IRDP** )<br>• **1980 সালে ছয়টি ব্যাংকের জাতীয়করণ** (জাতীয়করণের দ্বিতীয় দফা)<br>• শিবরামন কমিটির সুপারিশে 1982 সালে **NABARD** প্রতিষ্ঠা |
| সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • সময়কাল - **1985 থেকে 1990 পর্যন্ত।**<br>• **উদ্দেশ্য** - দ্রুত খাদ্যশস্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সাধারণভাবে উৎপাদনশীলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার – **৫ শতাংশ**<br>• **6%** বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে (পরিকল্পনা সফল হয়েছে)<br>• বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য নির্দেশমূলক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।<br>• **1989 সালে জওহর রোজগার যোজনা** (JRY) চালু হয় - প্রথম বিকেন্দ্রীকৃত প্রকল্প<br>• প্রথমবারের মতো সরকারি খাতের চেয়ে **বেসরকারি খাত অগ্রাধিকার পায় ।**<br>• পরিকল্পনাটি একটি শক্তিশালী আর্থিক কৌশলের সাথে স্থাপন করা হয়নি, যা **অর্থ প্রদানের ভারসাম্য এবং রাজস্ব ঘাটতির অস্থিতিশীল ভারসাম্যের সংকটে অর্থনীতিকে ফেলেছে** |
| দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা<br><br>1990-91 এবং 1991-92। | • কেন্দ্রে 'দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি'র কারণে অষ্টম পরিকল্পনা (1990-95) চালু করা যায়নি<br>• **1980 এর দশকের শেষের দিকের আর্থিক ভারসাম্যহীনতা** অষ্টম পরিকল্পনা চালু করতে বিলম্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।<br>• **BoP (ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট) সংকট** এবং **ফরেক্সের ঘাটতি**<br>• অনিয়ন্ত্রিত রাজস্ব ঘাটতি |
| অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • সময়কাল - **1992 থেকে 1997 পর্যন্ত** ।<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার - **5.6 শতাংশ**<br>• **6.8%** বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে (পরিকল্পনা সফল হয়েছে)<br>• **উদ্দেশ্য** - মানব সম্পদের উন্নয়ন যেমন কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য।<br>• সামগ্রিকভাবে **নির্দেশক পরিকল্পনা** গ্রহণ<br>• নরসিংহ রাও সরকার **ভারতের নতুন অর্থনৈতিক নীতি** চালু করেন<br>• রাও-মনমোহন মডেল – এলপিজি (উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়ন)<br>• 1996 সালে **বিনিয়োগ কমিশন** গঠন |

| | |
|---|---|
| | • **চালু হচ্ছে –** মিড ডে মিল স্কিম, MPLADS, জাতীয় সামাজিক সহকারী। কার্যক্রম<br>• 73 তম এবং 74 তম সংশোধনী আইন দ্বারা 1992 সালে **পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের** সাংবিধানিক মর্যাদা ।<br>• **1992 সালে SEBI** (ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড) কে সংবিধিবদ্ধ অবস্থা |
| নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • সময়কাল - **1997 থেকে 2002 পর্যন্ত।**<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার – **৭ শতাংশ**<br>• **5.6%** বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে<br>• **উদ্দেশ্য** - "ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বৃদ্ধি"।<br>• এটি ভারতের **স্বাধীনতার 50 তম বছরে** চালু হয়েছিল ।<br>• **পরিকল্পনাটি চালু করা হয়েছিল যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর্থিক সংকট (1996-97)** এর নেতৃত্বে **অর্থনীতিতে সর্বাত্মক 'মন্থরতা'** ছিল ।<br>• · 2000 সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, জাতীয় জনসংখ্যা তহবিল এবং জনসংখ্যা স্থিতিশীল তহবিল চালু করা হয়।<br>• স্বর্ণ জয়ন্তী শাহারি রোজগার যোজনা (SJSRY) এবং স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY) চালু করা হয়েছে।<br>• 2001 সালে সর্বশিক্ষা অভিযান চালু হয়। |
| দশম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • সময়কাল - **2002 থেকে 2007 পর্যন্ত** ।<br>• **উদ্দেশ্য** – আগামী 10 বছরে ভারতের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য।<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার – **৮ শতাংশ**<br>• **8.2%** বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে<br>• **পরিকল্পনার লক্ষ্য 2012 সালের মধ্যে** দারিদ্র্যের অনুপাত 15% কমিয়ে আনা ।<br>• প্রথমবারের মতো পরিকল্পনাটি কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যগুলির জন্য **উন্নয়নের এগারোটি নির্বাচিত সূচকের** জন্য **'পর্যবেক্ষণযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা' নির্ধারণ করতে গিয়েছিল।**<br>• **'শাসন'** উন্নয়নের একটি ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচিত হত<br>• **পিআরআই-এর বৃহত্তর সম্পৃক্ততার** মাধ্যমে পরিকল্পনায় রাজ্যগুলির ভূমিকা বাড়ানো হবে।<br>• প্রতিটি সেক্টরে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার - পিএসইউতে সংস্কার, আইনি সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার, শ্রম সংস্কার ইত্যাদি<br>• **2002 সালে কৃষি** খাতকে অর্থনীতির **প্রধান চলমান শক্তি (PMF) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ।** |

| | |
|---|---|
| | • সামাজিক খাতে বর্ধিত জোর - মোট ব্যয়ের প্রায় 27%। |
| একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • সময়কাল - **2007 থেকে 2012 পর্যন্ত** ।<br>• লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হার- **৮.১ শতাংশ**<br>• **7.9%** বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে<br>• **উদ্দেশ্য** - **"দ্রুত এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি"**<br>• 9-10 শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা।<br>• এটি প্রস্তুত করেছিলেন **সি. রঙ্গরাজন** |
| দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | • সময়কাল - **2012 থেকে 2017 পর্যন্ত** ।<br>• **উদ্দেশ্য-** "দ্রুত, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই বৃদ্ধি"<br>• প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা **৯%।**<br>• **12তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিস্তৃত উদ্দেশ্য**<br><br>1.<br>1. দারিদ্র্য কমাতে<br>2. রাজ্য জুড়ে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আঞ্চলিক সমতা উন্নত করা<br>3. SC, ST, OBC, সংখ্যালঘুদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করতে<br>4. ভারতীয় যুবকদের জন্য আকর্ষণীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।<br>5. লিঙ্গ ব্যবধান দূর করতে।<br><br>• **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি**<br><br>1.<br>1. প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার 8.0 শতাংশ।<br>2. কৃষি বৃদ্ধির হার 4.0 শতাংশ।<br>3. উৎপাদন বৃদ্ধির হার 10 শতাংশ।<br>4. দ্বাদশ পরিকল্পনায় প্রতিটি রাজ্যের গড় বৃদ্ধির হার থাকতে হবে, যা একাদশ পরিকল্পনায় অর্জিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি।<br><br>• দ্বাদশ এফওয়াইপি শেষ নাগাদ পূর্ববর্তী অনুমানের তুলনায় ভোগ দারিদ্র্যের প্রধান-গণনা অনুপাত **10 শতাংশ পয়েন্ট দ্বারা হ্রাস পাবে।**<br>• **স্কুলে পড়ার গড় বছর সাত বছরে** উন্নীত হবেদ্বাদশ FYP-এর শেষে<br>• **IMR 25** এবং **MMR প্রতি 1,000 জীবিত জন্মে 1 এ** হ্রাস করুন এবং শিশু লিঙ্গ অনুপাত (0-6 বছর) **950 এ উন্নীত করুন** দ্বাদশ FYP-এর শেষে |

| | |
|---|---|
| | • দ্বাদশ এফওয়াইপি শেষ নাগাদ **মোট উর্বরতার হার 2.1 এ** কমাও ।<br>• **প্রতি বছর 1 মিলিয়ন হেক্টর দ্বারা সবুজ আচ্ছাদন** (উপগ্রহ চিত্র দ্বারা পরিমাপ করা) বৃদ্ধি করুনদ্বাদশ এফওয়াইপি চলাকালীন<br>• জিডিপির শতাংশ হিসাবে **অবকাঠামোতে বিনিয়োগ** বাড়ান **9 শতাংশে**দ্বাদশ এফওয়াইপি শেষ নাগাদ<br>• দ্বাদশ FYP শেষ নাগাদ **90 শতাংশ ভারতীয় পরিবারকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস** সরবরাহ করুন । |

## উপসংহার

- উপসংহারে বলা যায়, ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় **তেমন কিছু অর্জন করা যায়নি** তারা যা করতে চেয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে
- **আমরা এখন পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেছি, তা হল, 1991 সালের BoP সঙ্কটের পরে ভারতের অর্থনীতি খোলার** ফলস্বরূপ ।
- আজ বেসরকারি খাত সরকারী খাতকে ছাড়িয়ে গেছে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে নেতৃত্ব দিয়েছে।
- এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে।

## মাল্টিলেভেল প্ল্যানিং

- **1960-এর দশকের মাঝামাঝি** সময়ে , কেন্দ্রের দ্বারা রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে তাদের প্রশাসনিক স্তরের **নিম্ন স্তরে পরিকল্পনা প্রচার করা উচিত।**
- **1980-এর দশকের গোড়ার** দিকে , ভারত নিম্নরূপ পরিকল্পনার কাঠামো এবং স্তর সহ বহু-স্তরের পরিকল্পনার (এমএলপি) দেশ ছিল:

### প্রথম স্তর: কেন্দ্র-স্তরের পরিকল্পনা

- কেন্দ্র পর্যায়ের পরিকল্পনায়, কয়েক বছর ধরে **তিন ধরনের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা** তৈরি হয়েছে – **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা** , **বিশ-দফা কর্মসূচি** এবং **এমপিএলএডিএস** (সংসদ সদস্য স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প)

### দ্বিতীয় স্তর: রাজ্য-স্তরের পরিকল্পনা

- 1960-এর দশকের মধ্যে, রাজ্যগুলি তাদের **নিজ নিজ পরিকল্পনা সংস্থা** , (রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড) নিয়ে রাজ্য স্তরে পরিকল্পনা করত এবং তাদের চেয়ারম্যান ছিলেন সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রীরা। রাজ্যগুলির পরিকল্পনাগুলি ছিল পাঁচ বছরের মেয়াদের এবং কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমান্তরাল।

### তৃতীয় স্তর: জেলা-স্তরের পরিকল্পনা

- 1960 এর দশকের শেষের দিকে রাজ্যের সমস্ত জেলা তাদের নিজ নিজ **জেলা পরিকল্পনা বোর্ডের** সাথে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল যার চেয়ারম্যান ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

**চতুর্থ স্তর: ব্লক-স্তরের পরিকল্পনা**

- জেলা-স্তরের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে **ব্লক স্তরের পরিকল্পনা** তৈরি হয়েছিল যার নোডাল বডি হিসাবে **জেলা পরিকল্পনা বোর্ডগুলি ছিল।**

**পঞ্চম স্তর: স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা**

- **1980-এর দশকের গোড়ার দিকে, ব্লকগুলির মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত** করা হয়েছিল এবং নোডাল সংস্থা হিসাবে **জেলা পরিকল্পনা বোর্ডগুলি (DPBs) ছিল।**

## পরিকল্পনার অর্জন

- জাতীয় আয় বেড়েছে বহুগুণ
- প্রায় 2.7 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার জিডিপি সহ ভারত এশিয়ার বৃহত্তম এবং উদীয়মান অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।
- যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সকে ছাড়িয়ে ভারত 2019 সালে **পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে** পরিণত হয়েছে ।
- 11.33 ট্রিলিয়ন ডলারে ক্রয় ক্ষমতার সমতার ক্ষেত্রে জিডিপি তুলনা করা হলে ভারত তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
- সামাজিক সূচকে উন্নতি – আইএমআর, এমএমআর, সাক্ষরতা।
- শক্তিশালী শিল্প খাত - সিমেন্ট, সার, ইস্পাত, ফার্মা ইত্যাদি।
- রেকর্ড ভঙ্গকারী খাদ্যশস্য উৎপাদনের সাথে কৃষির প্রবৃদ্ধিও গতি পাচ্ছে।
- ফরেক্স রিজার্ভের ব্যাপক বৃদ্ধি- প্রায় 480 বিলিয়ন মার্কিন ডলার (জুন 2020)
- সেবায় ভারতের বিশ্ব নেতৃত্ব
- উচ্চ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ - স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।
- দারিদ্র্য জনসংখ্যার প্রায় 20% এ নেমে এসেছে

সংসদ সদস্য স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (MPLADS)
এমপিএলএডিএস **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার শেষ** । প্রকল্পটি **1993** সালে রুপি দিয়ে চালু করা হয়েছিল। প্রত্যেক এমপিকে দেওয়া হয়েছে **২ কোটি টাকা ।** এপ্রিল 2011-এ কর্পাস বাড়িয়ে **Rs.** প্রকল্পের জন্য নতুন নির্দেশিকা ঘোষণা করার সময় **5 কোটি টাকা ।** এই প্রকল্পের অধীনে সংসদ সদস্যরা সংশ্লিষ্ট **জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের** কাছে কিছু কাজের সুপারিশ করেন (যেমন স্থানীয়ভাবে অনুভূত উন্নয়নমূলক প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সম্পদ তৈরি করা) ।

## পরিকল্পনার ব্যর্থতা

- বেকারত্বের উচ্চ হার
- শিক্ষার ফলাফলের মান হতাশাজনক
- প্রবল দারিদ্র্য।
- লিঙ্গ সমতা এখনও খাড়া এবং ব্যাপক
- R&D দুর্বল ব্যয়ের সাথে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক নয় (জিডিপির প্রায় 0.6%)
- রপ্তানি প্রবৃদ্ধি খুব বেশি নয়।
- আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান
- কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা কম
- অর্ধেক শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।

## প্রাক-সংস্কার সময়কাল (1990-এর দশকের আগে)

### অর্জন

- **বৃদ্ধির হারের ত্বরণ** - পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে, বৃদ্ধির হার গড়ে প্রায় 3.5 থেকে 4 শতাংশ ( **হিন্দু বৃদ্ধির হার নামে পরিচিত - রাজ কৃষ্ণ** দ্বারা তৈরি )
- **কৃষি খাতের** প্রবৃদ্ধি - প্রতিটি এফওয়াইপিতে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে গড় ব্যয় ছিল প্রায় 23-25 শতাংশ পরিকল্পনা ব্যয়। দামোদর উপত্যকা, ভাকরা নাঙ্গলের মতো বহুমুখী প্রকল্পও কৃষির জন্য সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল সবুজ বিপ্লবও আনা হয়েছিল।
- **অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন** – সেচ প্রকল্প, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং ভূ-পৃষ্ঠ পরিবহনের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ।
- **ভারী মূলধনী পণ্য শিল্পের ভিত্তির** বিকাশ ।

### ব্যর্থতা

- **কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে ব্যর্থতা** - ভারত বেকারত্ব এবং ছদ্মবেশী বেকারত্বের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
- **দারিদ্র্য নির্মূলে ব্যর্থতা** - চার দশকের পরিকল্পনার পরেও ভারতে জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও বেশি দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছিল, এটি 'সকলের জন্য বৃদ্ধি' তৈরিতে পরিকল্পনার ব্যর্থতার কথা বলে।
- **কৃষিতে ভূমি সংস্কার এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে ব্যর্থতা** - কৃষির উত্পাদনশীলতা হতাশাজনক। কৃষির অ-লাভজনক প্রকৃতি।
- **একটি শক্তিশালী, প্রতিযোগিতামূলক, বহুমুখী শিল্প ভিত্তি স্থাপনে ব্যর্থতা** - রাষ্ট্র দ্বারা মূলধনী পণ্য শিল্পের প্রচার ঘনীভূত এবং অদক্ষতার দিকে পরিচালিত করে।

## 1991 সাল থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার

- 1980-এর দশকে **ভারতীয় অর্থনীতির অদক্ষ ব্যবস্থাপনা** থেকে আর্থিক সংকটের উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যায় । সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি ছিল।

## 1980 এর অর্থনৈতিক সংকট

- **সরকারী ব্যয় এত বড় ব্যবধানে রাজস্ব ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে** যে ঋণের মাধ্যমে ব্যয় মেটানো টেকসই হয়ে পড়ে।
- অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের **দাম বেড়েছে** ।
- রপ্তানির প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য না রেখেই **আমদানি বেড়েছে অত্যন্ত উচ্চ হারে** ।
- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ** এমন একটি স্তরে হ্রাস পেয়েছে যা দুই সপ্তাহের বেশি আমদানি অর্থায়নের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।
- আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের সুদ পরিশোধ করার জন্য **পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা নেই** ।

সংকট এড়াতে ও প্রশমিত করার জন্য, ভারত ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইবিআরডি) (বিশ্ব ব্যাঙ্ক) এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সাথে যোগাযোগ করে এবং সংকট পরিচালনার জন্য **7 বিলিয়ন ডলার ঋণ পেয়েছে।**

### আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা

| |
|---|
| 1. **উদারীকরণ** - বেসরকারী খাতের উপর থেকে বিধিনিষেধ অপসারণ |
| 2. **বেসরকারীকরণ** - অনেক ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হ্রাস করা |
| 3. **বিশ্বায়ন**- বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা অপসারণ |

## ভারতের জন্য IMF-এর শর্ত

- রুপির অবমূল্যায়ন ২২ শতাংশ।
- সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক 130 শতাংশের বিদ্যমান স্তর থেকে 30 শতাংশে কঠোর হ্রাস।
- কাস্টম কাটার কারণে রাজস্ব ঘাটতি নিরপেক্ষ করতে আবগারি শুল্ক 20 শতাংশ বাড়ানো হবে।
- সমস্ত সরকারী ব্যয় বার্ষিক 10 শতাংশ কমানো হবে।
- ভারত বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর শর্তাবলীতে সম্মত হয়েছে - **নতুন অর্থনৈতিক নীতি** (এনইপি) ঘোষণা করেছে - যা নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি নিয়ে গঠিত:

1.

1. ফার্মগুলির প্রবেশ এবং বৃদ্ধির বাধা দূর করে অর্থনীতিতে আরও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা;
2. বিশ্ব অর্থনীতির সাথে ভারতীয় অর্থনীতিকে একীভূত করার লক্ষ্যে উদারীকরণের সূচনা;
3. এফডিআই-এর উপর বিধিনিষেধ অপসারণ করার পাশাপাশি দেশীয় উদ্যোক্তাকে একচেটিয়া ও সীমাবদ্ধ বাণিজ্য অনুশীলন (MRTP) আইনের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করা;
4. ভারতীয় শিল্প অর্থনীতিকে অপ্রয়োজনীয় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জাল থেকে মুক্ত করা;
5. পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজগুলির লোড কমাতে যা খুব কম রিটার্নের হার দেখিয়েছে বা যা বছরের পর বছর ধরে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে।

## অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণ

- **মূল্যবৃদ্ধি** - মূল্যস্ফীতি **7% থেকে 16.7% এ** উন্নীত হয়েছে । অর্থ সরবরাহ দ্রুত বৃদ্ধির জন্য দায়ী।
- **রাজস্ব ঘাটতি বৃদ্ধি – অ-উন্নয়ন ব্যয়** বৃদ্ধির কারণে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি বেড়েই চলেছে। এর সঙ্গে ছিল **সরকারি ঋণ বৃদ্ধি এবং ফলস্বরূপ সুদ** ।
- **পেমেন্টের প্রতিকূল ভারসাম্য** : যখন বৈদেশিক মুদ্রা অর্থপ্রদানের জন্য কম হয় বা মোট আমদানি মোট রপ্তানিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন প্রতিকূল পরিশোধের ভারসাম্যের সমস্যা দেখা দেয়।
- **ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ 1990-91** - এর ফলে **পেট্রোলের দাম বেড়ে যায় । উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ** বন্ধ ।
- **পিএসইউগুলির হতাশাজনক কর্মক্ষমতা – রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে** এগুলি ভাল পারফরম্যান্স করছিল না এবং সরকারের জন্য একটি বড় দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন - 1990-91 সালে** ভারতীয়দের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বনিম্নে নেমে আসে এবং এটি **2 সপ্তাহের জন্য আমদানি বিল পরিশোধের জন্য অপর্যাপ্ত** ছিল (1989-90 সালে, এটি 6252 কোটি রুপিতে নেমে আসে)

**একটি দেশের অর্থপ্রদানের ভারসাম্য** হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের বাসিন্দা এবং বাকি বিশ্বের মধ্যে সমস্ত অর্থনৈতিক লেনদেনের রেকর্ড।
**আমদানি কভার** - দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (ফরেক্স) দিয়ে কভার করা যেতে পারে এমন আমদানির মাসের সংখ্যা পরিমাপ করে।

## ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার

- অর্থনৈতিক সংস্কার হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি সরকার **রাষ্ট্রের জন্য একটি ক্ষয়িষ্ণু ভূমিকা** এবং একটি অর্থনীতিতে **বেসরকারি খাতের জন্য একটি সম্প্রসারিত ভূমিকা নির্ধারণ করে।**
- 1991 সালে ভারতে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারগুলিকে বিশেষজ্ঞরা ব্যাপকভাবে **ধীরে ধীরে** বা **ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির** হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন যা মাঝে মাঝে **বিপরীত পরিবর্তনের** বৈশিষ্ট্যযুক্ত ।
- **'মানুষের মুখের সাথে সংস্কার'** এর মূলমন্ত্র এবং স্লোগান নিয়ে ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল । যাইহোক, এটি **জনগণের সহানুভূতি অর্জনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে** , যেমন, সংস্কারগুলি সকলের উপকারে আসে।
- ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশগুলিও ভারতের বিপরীতে সংস্কারের **থেমে যাওয়া পদ্ধতির জন্য গিয়েছিল।**
- এই সংস্কারগুলিতে, সরকারগুলি **প্রথমে সেই সেক্টরের সিদ্ধান্ত নেয়** যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন হয় – তারপরে তারা **পূর্বশর্তগুলি পিন-পয়েন্ট করে** এবং শেষ পর্যন্ত **সংস্কারের উভয়** সেটই একই সাথে সক্রিয় হয় ।

## সংস্কার ব্যবস্থা

1. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যবস্থা**

- এর মধ্যে সেই সমস্ত অর্থনৈতিক নীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অর্থনীতিতে **সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করে – তা অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত হোক।**
- অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানোর জন্য, জনগণের **ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য, যা লাভজনক এবং মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দেয়।**

2. **কাঠামোগত সংস্কার ব্যবস্থা**

- অর্থনীতিতে **পণ্য ও পরিষেবার সামগ্রিক সরবরাহ বাড়ানোর জন্য** সরকার যে **সমস্ত নীতি সংস্কার** শুরু করেছে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ।
- এটি স্বাভাবিকভাবেই **অর্থনীতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে** যাতে এটি বর্ধিত উত্পাদনশীলতার নিজস্ব সম্ভাবনার সন্ধান করতে পারে।
- জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, **অর্থনীতিতে বর্ধিত আয় প্রয়োজন** , যা কর্মকাণ্ডের বর্ধিত স্তর থেকে আসে।
- এত বেড়ে যাওয়া আয় পরবর্তীতে **তাদের মধ্যে বিতরণ করা** হয় যাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির একটি উপযুক্ত সেট সঠিকভাবে শুরু করার মাধ্যমে এটি ঘটবে।

## সংস্কারের এলপিজি ফ্রেমওয়ার্ক

- ভারতে সংস্কারের প্রক্রিয়াটি তিনটি প্রক্রিয়ার একটি রোডম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়েছিল – **উদারীকরণ** , **বেসরকারীকরণ** এবং **বিশ্বায়ন** (এলপিজি)।
- এই তিনটি প্রক্রিয়া ভারত যে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল তার **বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাপ্তি নির্দিষ্ট করে ।**
- **উদারীকরণ** ???? সংস্কারের দিক _
- **বেসরকারীকরণ** ???? সংস্কারের পথ _
- **বিশ্বায়ন** সংস্কারের **চূড়ান্ত লক্ষ্য** দেখায় ।

## উদারীকরণ

- এই প্রসঙ্গে "উদারীকরণ" শব্দটি **অর্থনৈতিক উদারীকরণকে** বোঝায় ।
- এই নীতিটি বোঝায় যে কোনও শিল্প , **বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্যোক্তাকে বৃহত্তর স্বাধীনতা দিতে হবে** এবং **তার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ন্যূনতম হ্রাস করতে হবে** ।
- **প্রবিধান ও বিধিনিষেধের অবসান ঘটাতে** এবং অর্থনীতির **বিভিন্ন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করার** জন্য উদারীকরণ চালু করা হয়েছিল ।
- শুধুমাত্র **কল্যাণ** এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার মূল বিষয়গুলি রাষ্ট্রের কাছে অবশিষ্ট রয়েছে।

**ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির উদারীকরণের মধ্যে রয়েছে:**

- শিল্প লাইসেন্সিং এবং নিবন্ধন অপসারণ
- আমদানির পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা হ্রাস করা আমদানি শুল্কও হ্রাস করে।
- কারেন্ট এবং ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট উভয় ক্ষেত্রেই ফরেক্স ব্যবস্থাপনার উপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হয়েছে।
- আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কার
- ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট উভয় ধরনের করের মাত্রা হ্রাস।
- FDI এবং বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগের (FPI) জন্য উদারীকৃত নিয়ম।
- বিদ্যুৎ, পরিবহন, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির মতো সরকারি-ক্ষেত্রের ডোমেইনগুলি বেসরকারি খেলোয়াড়দের জন্য খোলা।
- পাবলিক সেক্টর ইউনিটের আংশিক বেসরকারীকরণ।
- শিল্প অসুস্থতার দিকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

## উদারীকরণের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা

1. **শিল্প লাইসেন্স অপসারণ:**

- 
  - নিরাপত্তা এবং কৌশলগত উদ্বেগ, সামাজিক কারণ, বিপজ্জনক রাসায়নিক এবং ওভাররাইডিং পরিবেশগত কারণে সম্পর্কিত **18টি শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ছাড়া** সমস্ত শিল্প লাইসেন্স **বাতিল করা হয়েছিল।**
  - পরবর্তীকালে, **পাঁচটি শিল্প** (অ্যালকোহল, সিগারেট, বিপজ্জনক রাসায়নিক শিল্প বিস্ফোরক, ইলেকট্রনিক্স, মহাকাশ এবং ওষুধ এবং ফার্মাসিউটিক্যালস) ব্যতীত সমস্ত শিল্পের জন্য **শিল্প লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা দূর করা হয়েছে** ।
  - প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন এবং রেল পরিবহনের জন্য **পাবলিক সেক্টরের জন্য সংরক্ষণ** ।
  - মূল্য নির্ধারণের জন্য **বাজার ব্যবস্থা** ।

2. **আর্থিক খাতের সংস্কার:**

- 
  - আর্থিক খাতের সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য হল আর্থিক ক্ষেত্রের **নিয়ন্ত্রক থেকে সুবিধাদাতার ভূমিকাকে হ্রাস করা** ।
  - **আরবিআই আর্থিক প্রতিষ্ঠান** যেমন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশন এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।
  - ভারতের সমস্ত ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি RBI-এর বিভিন্ন নিয়ম ও প্রবিধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

- আর্থিক খাতের সংস্কারের ফলে ভারতীয় এবং বিদেশী উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

3. **বিদেশী বিনিয়োগের উদারীকরণ:**

- 
- আগে, বিদেশী কোম্পানিগুলির পূর্বে অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল, এখন দেশে এফডিআই প্রবাহের জন্য স্বয়ংক্রিয় অনুমোদন দেওয়া হয়।
- একটি উচ্চ-অগ্রাধিকার এবং বিনিয়োগ-নিবিড় শিল্পগুলিকে **লাইসেন্স মুক্ত করা** হয়েছিল এবং এখন হোটেল এবং পর্যটন, অবকাঠামো, সফ্টওয়্যার উন্নয়ন ইত্যাদি সেক্টর সহ **100% পর্যন্ত FDI আমন্ত্রণ জানাতে পারে।**
- **বিদেশী ব্র্যান্ড নাম বা ট্রেডমার্ক ব্যবহার** পণ্য বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত ছিল.

4. **পাবলিক সেক্টর সংস্কার:**

- সরকারি আধিকারিকদের **হস্তক্ষেপ সীমিত করার জন্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবস্থাপনাকে আরও বেশি স্বাধীনতা** দেওয়ার জন্য PSU-কে **বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল।**

5. **এমআরটিপি আইন:**

- শিল্প **নীতি 1991** একচেটিয়া এবং সীমাবদ্ধ বাণিজ্য অনুশীলন আইন পুনর্গঠন.
- অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীকরণ, নতুন উদ্যোগ স্থাপনের জন্য প্রাক-প্রবেশ বিধিনিষেধ, বিদ্যমান ব্যবসার সম্প্রসারণ, একীভূতকরণ এবং অধিগ্রহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধিবিধান **বাতিল করা** হয়েছে ।

## ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারীকরণের প্রভাব

- 1990 – 2018 সাল পর্যন্ত ভারতের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ( **জিডিপি** ) হয়েছে **7%** যা প্রাক-সংস্কার যুগের তুলনায় **প্রায় দ্বিগুণ ।**
- **শিল্প বৃদ্ধির হার** - কিছু ব্যতিক্রমী বছর ব্যতীত শিল্প খাতের কর্মক্ষমতা হতাশাজনক। জিডিপিতে এর অংশ এখনও **29% (2017-18) এ রয়েছে।**
- বিদেশী কোম্পানিগুলি **ভারতীয় বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার** পেয়েছে এবং দেশীয় পণ্যগুলিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে।

## দুর্বল শিল্প বৃদ্ধির হারের কারণ

- **ভারতের মধ্যে পরিষেবার তুলনায় শিল্পে কম উৎপাদনশীলতা** - 'অসংগঠিত' খাতের প্রাধান্য ( ভারতে প্রায় **দুই-তৃতীয়াংশ শিল্প কর্মসংস্থানের হিসাব)**
- **ভারতে মজুরি কম** । যাইহোক, তুলনামূলক দেশগুলির তুলনায় ভারতে উত্পাদন বেশি মূলধন-নিবিড়।
- কম উৎপাদনশীলতার একটি কারণ **দুর্বল অবকাঠামোগত সুবিধা।**
- **ভারতে বিদ্যুৎ সেক্টরে ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লস** 20 শতাংশের বেশি - যে কোনও তুলনামূলক দেশের তুলনায় বেশি।
- **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো অদক্ষ** এবং সারারাত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না – বিদ্যুতের ঘাটতি।

- বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় বারবার দেখা গেছে যে চীনের মতো তার প্রতিপক্ষের তুলনায় ভারত **ব্যবসা করার সহজে কম** ।
- **শ্রম আইন** আরও জটিল এবং **কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের দ্বারা তৈরি।**
- ভারতের আছে **পরিবহণ পরিকাঠামোতে খুব কম বিনিয়োগ করেছে** – এর ফলে যোগাযোগ দুর্বল।
- **যমজ ব্যালেন্স শীট** উত্থানভারতে **সমস্যার**
- **দেশীয় অর্থনীতিতে কৃষির অংশ** প্রায় 17% (2017-18) কমেছে। তবে মানুষ এখনো কৃষির ওপর নির্ভরশীল **প্রায় 47%।**
- **কৃষি উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ –**
    - জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি,
    - দারিদ্র্য বিমোচন,
    - খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,
    - শিল্প ও সেবা সম্প্রসারণের জন্য উচ্ছল বাজার তৈরি করা
    - জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা

## বেসরকারীকরণ

- যে নীতির মাধ্যমে **রাষ্ট্রের 'রোল ব্যাক'** করা হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ, বেসরকারীকরণ এবং সরকারী পরিষেবাগুলিতে বাজার সংস্কার প্রবর্তন।
- সেই সময়ে বেসরকারীকরণ একটি প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল যার অধীনে **রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেসরকারি খাতে স্থানান্তর করা হতো।**
- বেসরকারিকরণের আরেকটি রূপ হল **বিনিয়োগ** ।
- বিনিয়োগ হল **100 শতাংশের কম মালিকানা হস্তান্তরের অ-জাতীয়করণ** রাষ্ট্র থেকে বেসরকারী খাতে
- **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পদের শেয়ার বিক্রির পরিমাণ ৫১ শতাংশ** হলে হলে , মালিকানা সত্যিকার অর্থে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হলেও তাকে বেসরকারিকরণ বলা হয়।
- সাধারণ অর্থে, সমস্ত অর্থনৈতিক নীতি যা **প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তি খাত বা বাজারের (অর্থনীতি) সম্প্রসারণকে উত্সাহিত করে বলে মনে হয় তাকে** বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

## বিশ্বায়ন

- **বিশ্বায়নকে 'জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক একীকরণের বৃদ্ধি'** হিসাবে অভিহিত করা হয় ।
- **ডব্লিউটিও-র** জন্য , বিশ্বায়নের আনুষ্ঠানিক অর্থ হল বিশ্বের অর্থনীতির দিকে গতিশীলতা **, বিশ্বায়নের আনুষ্ঠানিক অর্থ হল "পণ্য ও পরিষেবা, পুঁজি এবং শ্রমশক্তির অবাধ সীমান্ত চলাচলের"**
- বিশ্বায়ন হল জাতীয় সীমানা জুড়ে অবাধ চলাচলের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক একীকরণ:
- পুঁজিবাজার এবং অর্থ বাজারে বিনিয়োগ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা আর্থিক মূলধন,
- উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ভৌত মূলধন
- প্রযুক্তি

## বিশ্বায়নের প্রধান উপাদান

- বিদেশী পণ্যের প্রবাহের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার উন্মুক্ত করতে, ভারত আমদানির উপর **শুল্ক কমিয়েছে – মাত্র 10%**
- আমদানি **লাইসেন্স** প্রায় **বিলুপ্ত করা** হয়েছে ।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সাথে তাল মিলিয়ে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াতে উৎসাহিত করার জন্য ট্যারিফ বাধাগুলিও উল্লেখযোগ্যভাবে দূর করা হয়েছে।
- ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট **(FERA) 1993 সালে উদারীকরণ করা হয়েছিল** এবং পরে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সক্ষম করার জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট **(FEMA) 1999 পাস করা হয়েছিল** ।

- GoI এর FDI নীতি স্বয়ংক্রিয় রুটের অধীনে **নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্পে 100% বিদেশী ইকুইটি অনুমোদন করে নতুন বিদেশী মূলধনের প্রবাহকে উৎসাহিত করেছে।**
- ভারত ট্রিপস (বাণিজ্য সম্পর্কিত বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার), TRIMs (বাণিজ্য সম্পর্কিত বিনিয়োগ ব্যবস্থা) এবং AOA (কৃষি সংক্রান্ত চুক্তি) এর মতো বাণিজ্য উদারীকরণের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে **WTO-এর সাথে অনেক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ।**

## ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

### ইতিবাচক প্রভাব

- **বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি** - বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ বিশ্বায়নের পরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
- **বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি** - সরকার বিদেশী বিনিয়োগের প্রবেশকে উৎসাহিত করা শুরু করে, যার ফলে FDI এবং FPI বৃদ্ধি পায়।
- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি** - ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 2020 সালের মার্চের শেষে প্রায় 480 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
- বিদেশী সহযোগিতা এবং যৌথ উদ্যোগের বৃদ্ধি - যেমন Dassault Aviation এবং Reliance
- **বাজারের সম্প্রসারণ** - বাজারের প্রসারিত আকার ভারতীয় ব্যবসায়িক ইউনিটগুলিকে সমগ্র বিশ্বে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে সহায়তা করেছে - ইনফোসিস, টিসিএস, উইপ্রো, টাটা স্টিল ইত্যাদি।
- **প্রযুক্তিগত উন্নয়ন** - বিদেশী কোম্পানিগুলির প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ভারতে আধুনিক উন্নত এবং উচ্চতর বিদেশী প্রযুক্তির প্রবাহকে সক্ষম করেছে।
- **ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট** - বিশ্বায়ন ব্র্যান্ডেড পণ্যের ব্যবহারকে উন্নীত করেছে। ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মানের উন্নতির দিকে পরিচালিত করেছে।
- **ক্যাপিটাল মার্কেটের বিকাশ** – ভারতীয় পুঁজিবাজারের বিকাশে সাহায্য করেছে। ভারতীয় পুঁজিবাজারে কতজন বিদেশী বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করেন?
- **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি** - বিদেশী কোম্পানিগুলি ভারতে তাদের উৎপাদন ও বাণিজ্য ইউনিট স্থাপন করছে।
- **ব্রেন ড্রেনে হ্রাস** - অনেক বহুজাতিক কর্পোরেশন (MNCs) ভারতে তাদের ব্যবসায়িক ইউনিট স্থাপন করেছে যা ভারতেই আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ প্রদান করে।

### নেতিবাচক প্রভাব

- **দেশীয় শিল্পের ক্ষতি** - উন্নত মানের এবং বিদেশী পণ্যের কম দামের কারণে ভারতে বিদেশী প্রতিযোগিতা বেড়েছে।
- **বেকারত্বের সমস্যা–** কোম্পানিগুলো পুঁজি নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, তাই কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে গেছে।
- **শ্রম শোষণ** – কম মজুরি, চুক্তিভিত্তিক দীর্ঘ কর্মঘন্টা এবং কাজের অবস্থা খারাপ দিয়ে অদক্ষ শ্রমিকদের শোষণ।
- **বৈষম্য বৃদ্ধি** – ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিদেশী শিল্পের দ্বারা বিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- **সংস্কৃতি এবং মান ব্যবস্থার উপর খারাপ প্রভাব** - কিছু MNC দ্বারা দেখানো অশ্লীল বিজ্ঞাপন ভারতের তরুণ প্রজন্মের চিন্তাভাবনাকে দূষিত করে।

## বিশ্বায়নের ওকালতি

- বিশ্বায়ন বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে যা ফলস্বরূপ **জাতীয় উন্নয়নকে** সহজতর করে ।

- বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে R&D-এ ভারী ব্যয় না করে উন্নত দেশগুলির দ্বারা উন্নত **প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করতে এবং মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।**
- বিশ্বায়ন **প্রবেশাধিকার প্রশস্ত করে** উন্নত দেশগুলিতে তাদের পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির
- বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল দেশগুলির ভোক্তাদেরকে তুলনামূলকভাবে অনেক কম দামে **মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্য** , বিশেষ করে ভোক্তা টেকসই সামগ্রী অর্জন করতে সক্ষম করে।
- বিশ্বায়ন **জ্ঞানের দ্রুত বিস্তারকে সহজতর করে** ।
- এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার **আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে সক্ষম করে।**
- **শুল্ক এবং পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা হ্রাস করে** , বিশ্বায়ন জিডিপির শতাংশ হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের অংশ বৃদ্ধি করে।

**উপসংহারে** , বিশ্বায়নের প্রবক্তারা এটিকে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, উৎপাদনশীলতার মাত্রা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণের সাথে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বিবেচনা করে।

## অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রজন্ম

- 1991 সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা করার সময়, **এমন কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল না** । আসন্ন সময়ে, সরকারগুলি দ্বারা সংস্কারের অনেক 'প্রজন্ম' ঘোষণা করা হয়েছিল।
- এখন পর্যন্ত মোট **তিন প্রজন্মের সংস্কার** ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে বিশেষজ্ঞরা চতুর্থ প্রজন্মেরও পরামর্শ দিয়েছেন।

## প্রথম প্রজন্ম (1991-2000)

- **প্রথম প্রজন্ম - 1991 থেকে 2000 পর্যন্ত** সংস্কারগুলিকে সরকার প্রথম প্রজন্মের সংস্কার হিসাবে অভিহিত করেছিল।
- **এটি** 2000-01 সালে ছিল যে সরকার প্রথমবারের মতো **অর্থনৈতিক সংস্কারের দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছিল** এবং একই বছরে এটি চালু হয়েছিল।
- প্রথম প্রজন্মের সংস্কারের বিস্তৃত রূপগুলি নিম্নরূপ দেখা যেতে পারে:

1.
    1. **প্রাইভেট সেক্টরে পদোন্নতি** - বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং উদারীকরণ নীতির সিদ্ধান্তগুলি অন্তর্ভুক্ত - ডি-রিজার্ভেশন এবং- শিল্পের লাইসেন্সিং, এমআরটিপি সীমা বিলুপ্ত করা, পরিবেশ আইনকে সরলীকরণ করা।
    2. **পাবলিক সেক্টর রিফর্মস** - PSUsকে লাভজনক এবং দক্ষ করে তোলার পদক্ষেপ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিনিয়োগ, কর্পোরেটাইজেশন ইত্যাদিতে আরও স্বায়ত্তশাসন।
    3. **বাহ্যিক সেক্টর সংস্কার** - আমদানির উপর পরিমাণগত বিধিনিষেধ বাতিল, ভাসমান বিনিময় হারে স্যুইচিং, সম্পূর্ণ চলতি অ্যাকাউন্টের রূপান্তরযোগ্যতা, মূলধন অ্যাকাউন্টে সংস্কার, বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ), উদার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন, ইত্যাদির মতো নীতিগুলি নিয়ে গঠিত। .
    4. **আর্থিক খাত সংস্কার** - ব্যাঙ্কিং, পুঁজিবাজার, বীমা, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।
    5. **কর সংস্কার** - সরলীকরণ, বিস্তৃত ভিত্তি, আধুনিকীকরণ, ফাঁকি রোধ, DTAAs (ডাবল ট্যাক্সেশন এভয়েডেন্স চুক্তি) ইত্যাদির দিকে নির্দেশিত সমস্ত নীতি উদ্যোগ নিয়ে গঠিত।

## দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার (2000-01 পরবর্তী)

- সরকার **2000-01 সালে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার চালু করে** সালে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার চালু করে ।
- প্রকৃতপক্ষে, 1990-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারত যে সংস্কারগুলি শুরু করেছিল সেগুলি **উদ্দেশ্য অনুযায়ী হচ্ছে না** এবং সরকার আরও একটি সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেছিল।
- এই সংস্কারগুলি কেবল **গভীর এবং সূক্ষ্ম** ছিল না , তবে সরকারের কাছ থেকে **উচ্চতর রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন ছিল।**
- সংস্কারের প্রধান উপাদানগুলি নীচে দেওয়া হল:

1.
    1. **ফ্যাক্টর মার্কেট রিফর্মস** - ভারতে সংস্কার প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য 'মেরুদন্ড' হিসাবে বিবেচিত, এতে অ্যাডমিনিস্টার্ড প্রাইস মেকানিজম (এপিএম) ভেঙে দেওয়া রয়েছে। এখন, শুধুমাত্র কেরোসিন তেল এবং এলপিজি APM-এর অধীনে রয়ে গেছে, যখন পেট্রোল, ডিজেল (মার্চ 2014 পর্যন্ত), লুব্রিকেন্ট পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম খাতকে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা, চিনির উপর লেভির বোঝা কমানো ইত্যাদি ফ্যাক্টর মার্কেট রিফর্ম এখনও চলছে।
    2. **পাবলিক সেক্টর রিফর্মস** - বিশেষ করে বৃহত্তর কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন, পুঁজিবাজারে অবাধ সুবিধা, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং গ্রিনফিল্ড উদ্যোগ, বিনিয়োগ (কৌশলগত) ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রগুলির উপর জোর দেয়।
    3. **সরকারে সংস্কার এবং পাবলিক ইনস্টিটিউশন** - সরকারের ভূমিকা 'নিয়ন্ত্রক' থেকে 'ফ্যাসিলিটেটর' বা প্রশাসনিক সংস্কারে রূপান্তর জড়িত।
    4. **আইনি সেক্টর সংস্কার** - যদিও প্রথম প্রজন্মে শুরু হয়েছিল, এখন এটিকে আরও গভীর করতে হবে এবং নতুন ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেমন, পুরানো এবং পরস্পরবিরোধী আইন বিলুপ্ত করা, ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) এবং ফৌজদারি কার্যবিধির (সিআরপিসি) সংস্কার। ), শ্রম আইন, কোম্পানি আইন এবং সাইবার আইনের মতো নতুন ক্ষেত্রগুলির জন্য উপযুক্ত আইনি বিধান প্রণয়ন করা।
    5. **সংকটপূর্ণ এলাকায় সংস্কার** - অবকাঠামো খাতে সংস্কার শুরু হয়েছে (বিদ্যুৎ, সড়ক, টেলিকম, অন্যান্যের মধ্যে জ্বালানি খাত), কৃষি, কৃষি সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। এই এলাকাগুলোকে সরকার 'সঙ্কটজনক এলাকা' বলে অভিহিত করেছে।

- কিছু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হয়েছিল:

1.
    1. **সংস্কারে রাজ্যের ভূমিকা** - সংস্কারের সমস্ত নতুন পদক্ষেপ এখন রাজ্যের দ্বারা শুরু হবে এবং কেন্দ্র একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
    2. **আর্থিক একত্রীকরণ** - FRBM আইন কেন্দ্র দ্বারা পাস করা হয় এবং রাজস্ব দায়বদ্ধতা আইন (FRAs) রাজ্যগুলি আর্থিক বিচক্ষণতা নিশ্চিত করতে অনুসরণ করে।
    3. **রাজ্যগুলিতে বৃহত্তর ট্যাক্স ডিভোলিউশন** - দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারের সময়, আমরা কেন্দ্রীয় নীতিগুলিতে একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি যা রাজ্যগুলির জন্য বৃহত্তর আর্থিক সুবিধার পক্ষে।
    4. **সামাজিক খাতে ফোকাস করা** - বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার প্রতি বাজেটের ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধির সাথে সরকারের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

## তৃতীয় প্রজন্মের সংস্কার

- দশম পরিকল্পনা (2002-07) চালু করার সময় সংস্কারের তৃতীয় প্রজন্মের ঘোষণা করা হয়েছিল - **'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন'**
- **এই প্রজন্মের সংস্কার একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের (পিআরআই)** জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ , , যাতে অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফল, সাধারণভাবে, তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
- **একটি বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন** প্রক্রিয়ার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যে **73 তম এবং 74 তম সংশোধন** দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ,

- **এটি 2000-এর দশকের প্রথম দিকে** সম্মত হয়েছিল যে সরকার **'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন'-** এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় ।
- তখন পর্যন্ত, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় **'অন্তর্ভুক্তি' ফ্যাক্টরের অভাব ছিল,**

## চতুর্থ প্রজন্মের সংস্কার

- চতুর্থ প্রজন্ম ভারতে সংস্কারের **আনুষ্ঠানিক 'প্রজন্ম' নয়** ।
- 2002 সালের প্রথম দিকে, কিছু বিশেষজ্ঞ এই প্রজন্মের সংস্কার তৈরি করেছিলেন যা একটি **সম্পূর্ণ 'তথ্য প্রযুক্তি-সক্ষম'।**
- তারা **অর্থনৈতিক সংস্কার এবং তথ্য প্রযুক্তির (আইটি) মধ্যে একটি 'দ্বিমুখী' সংযোগ অনুমান করেছিল,** যার প্রত্যেকটি অন্যটিকে শক্তিশালী করে।

## বিনিয়োগের ধারণা

- বেসরকারিকরণের আরেকটি রূপ হল বিনিয়োগ।
- বিনিয়োগের লক্ষ্য ছিল সামাজিক কল্যাণ ব্যয়ের দিকে পরিচালিত **করার জন্য পিএসইউ বিক্রির মাধ্যমে সম্পদ বাড়ানো** , বর্ধিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পিএসইউগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করা, উন্নত মানের পণ্য ও পরিষেবার সাথে ভোক্তাদের সন্তুষ্টি বাড়ানো, প্রযুক্তির আপগ্রেড করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসনের সাথে **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দূর করা।** সিদ্ধান্তে
- 1956 সালের শিল্প নীতির পর, **অর্থনীতির সামাজিকীকরণ** জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারী খাতের আকার দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছিল।
- পাবলিক সেক্টরের শেয়ার যত বেশি, অর্থনীতির **সামাজিকীকরণের মাত্রা তত বেশি।**
- 1991 সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের পরে, বেসরকারি খাতকে **প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন** হিসাবে বিবেচনা করা হয় । নতুন পরিবেশ **বেসরকারী খাতের জন্য ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিযুক্ত করেছে।**

## ভারতীয় PSU-এর বিনিয়োগের কারণ

- ভারতীয় PSUগুলি নিযুক্ত মূলধনের উপর **রিটার্নের খুব নেতিবাচক হার** দেখিয়েছে ।
- **অদক্ষ পিএসইউগুলি সরকারের আর্থিক সংস্থানগুলির উপর** একটি টানাপোড়েন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সম্পত্তি হওয়ার চেয়ে সরকারের কাছে **আরও বেশি দায়** হয়ে উঠেছে ।
- পিএসইউ থেকে **কম রিটার্নের** কারণে জাতীয় **জিডিপি** এবং **মোট জাতীয় সঞ্চয়ও** বিরূপ প্রভাব ফেলছিল ।
- PSU থেকে কম সঞ্চয়ের কারণে মোট মোট দেশীয় সঞ্চয়ের প্রায় **10 থেকে 15% হ্রাস পেয়েছে।**
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ**
- **প্রমিতকরণের অভাব**পণ্যের
- **অদক্ষতা** এবং **কম উৎপাদনশীলতা** - সম্পদের কম ব্যবহার

## ডিসইনভেস্টমেন্ট আয়ের সুবিধা এবং ব্যবহার

- **অর্থায়ন এবং ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ঘাটতি** পূরণের জন্য ।
- সম্পদ সংহতকরণ, আয় **অন্যান্য প্রবৃদ্ধি খাতে** বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যা অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্ররোচিত করতে পারে এবং সরকারের জন্য আরও ভাল রিটার্ন তৈরি করতে পারে
- বিনিয়োগের মাধ্যমে **বড় আকারের অবকাঠামোতে** অর্থায়ন ।

- **সামাজিক খাতের** জন্য অর্থায়ন (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ও শিশু) **ইতিবাচক বাহ্যিকতা** তৈরি করে কারণ এটি আরও উৎপাদন ও বাণিজ্যকে সহজতর করবে।
- PSU-এর **সামগ্রিক দক্ষতার উন্নতি করুন – অদক্ষ PSUগুলিকে এখন আরও ভাল অর্জনযোগ্য লক্ষ্য তৈরি করতে বাধ্য করা হবে।**

## রঙ্গরাজন কমিটি বিনিয়োগ 1993

1993 সালের রঙ্গরাজন **কমিটি** বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রেক্ষাপটে সুপারিশ করার জন্য সরকার দ্বারা গঠিত হয়েছিল। কমিটি বলেছে–

- যে ইউনিটগুলিকে বিনিয়োগ করা হবে তা চিহ্নিত করা উচিত এবং **প্রতিরক্ষা এবং পারমাণবিক শক্তি ব্যতীত** যে কোনও স্তর পর্যন্ত বিনিয়োগ করা যেতে পারে যেখানে সরকারকে ইক্যুইটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হোল্ডিং ধরে রাখতে হবে।
- **বিনিয়োগ একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া** হওয়া উচিত যাতে শ্রমিকদের অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করা যায়।
- বিনিয়োগ কার্যক্রম **সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের** জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। à *বিনিয়োগ কমিশন একটি উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে **1996 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল***
- এটি **বিনিয়োগের চারটি পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছে যেমন। বাণিজ্য বিক্রয়, কৌশলগত বিক্রয়, শেয়ারের অফার এবং সম্পদের বন্ধ বা বিক্রয়।**
- 2000-01 এর বাজেট বক্তৃতায় সরকার। জোর দিয়েছিল যে **এখন পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজগুলির কৌশলগত বিক্রয়ের উপর আরও জোর দেওয়া হবে।**

2017-18 অর্থবছরের জন্য বিনিয়োগ প্রাপ্তি **1 লক্ষ কোটি টাকা** ছাড়িয়ে গেছে যা গত বছরের 46,250 কোটি টাকা থেকে বেশি। সরকার বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য **BHARAT 22** এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ETF) চালু করেছে।

## পোস্ট-রিফর্ম পিরিয়ড

### মূল্যায়ন

- **বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি** – অর্থনীতি "হিন্দু প্রবৃদ্ধির হার" থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং 7-8 শতাংশের গড় বৃদ্ধির হার ঘটিয়েছে।
- **রপ্তানি বৃদ্ধি** – ভারত সফ্টওয়্যার রপ্তানিতে বিশ্বব্যাপী নেতা।
- **বিদেশী বিনিয়োগের** প্রবাহ বৃদ্ধি
- **বেসরকারী খাতের প্রবৃদ্ধি** – বেসরকারী খাত নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারিত করেছে
- **সেবা খাতের দৃঢ় কর্মক্ষমতা** – সংস্কারের সূত্রপাতের সাথে, সেবা খাতের অংশ মোট জিডিপিতে 44 শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে গঠিত** – ২০২০ সালের মে মাসে ভারতে প্রায় ৪৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ফরেক্স রিজার্ভ রয়েছে

### ব্যর্থতা

- **কৃষি খুব বেশি লাভ করেনি** – কৃষি ভারতীয় অর্থনীতি এবং গ্রামীণ ভারতের মেরুদণ্ড। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং এটিকে আরও লাভজনক ব্যবসা করার জন্য এটিকে আরও বেশি ফোকাস করতে হবে।
- **2017 সালে জিডিপি রচনাগুলি নিম্নরূপ**

- **দারিদ্র্যের সমস্যা এখনও রয়ে গেছে** – জনসংখ্যার প্রায় 30 শতাংশ এখনও দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে।
- **বেকারত্ব বাড়ছে** – গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্ব এবং স্বল্প-কর্মসংস্থানের সমস্যা ব্যাপক এবং গভীরভাবে নিহিত। নতুন অর্থনৈতিক নীতি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তির জন্য বেশি উপকারী ছিল।
- **গ্রামীণ ভারত এখনও অবহেলিত** – প্রায় 70 শতাংশ ভারত গ্রামাঞ্চলে বাস করে। অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের কারণে মানুষ শহরাঞ্চলে চলে যায়।
- **কৃষি শ্রমিকদের দুর্দশা আরও খারাপ হয়েছে** – কৃষি শ্রমিক এবং শ্রমিকরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এবং অবহেলিত শ্রেণী হিসাবে অব্যাহত রয়েছে।

## সবুজ বিপ্লব

সবুজ বিপ্লবকে কৃষি পদ্ধতিতে আধুনিক হাতিয়ার ও কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

## ব্যাকগ্রাউন্ড

- তার স্বাধীনতার সময়, ভারত প্রধানত একটি **কৃষি অর্থনীতি** ছিল । **তারপরও ভারতের কৃষি** খাতের অবস্থা **ছিল শোচনীয়** ।
- বিনিয়োগের অভাব, প্রযুক্তির ঘাটতি, একর প্রতি কম ফলন এবং এ ধরনের নানা সমস্যায় জর্জরিত এই শিল্প।
- **1947 সালের পর ভারতকে তার অর্থনীতি পুনর্গঠন** করতে হয়েছিল । **জনসংখ্যার 75 শতাংশের** বেশি কোনো না কোনোভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।
- কিন্তু ভারতে কৃষি বেশ কিছু কাঠামোগত ও অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। শস্যের উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই **কম** , সাথে **জমির ভাগাভাগি** । সেচ ও অন্যান্য অবকাঠামোর অভাবের কারণে ভারত তখনও **বর্ষা নির্ভর ছিল।**
- তাই **1965 সালে, সরকার ভারতীয় জিনতত্ত্ববিদ এমএস স্বামীনাথন** (সবুজ বিপ্লবের জনক) এর সহায়তায় সবুজ বিপ্লবের সূচনা করে। আন্দোলন **1967 থেকে 1978 পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল** এবং একটি দুর্দান্ত সাফল্য ছিল।

## সবুজ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

- ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় কৃষিতে **উচ্চ ফলনশীল বৈচিত্র্যের** বীজের প্রবর্তন ।
- সবুজ বিপ্লব প্রথমে **সমৃদ্ধ সেচ সুবিধার** কারণে তামিলনাড়ু এবং পাঞ্জাবের মতো **উন্নত অবকাঠামো সহ রাজ্যগুলিতে মনোনিবেশ করেছিল** ।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে, উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ **অন্যান্য রাজ্যে দেওয়া হয়েছিল এবং গম ছাড়া অন্য ফসলগুলিও** পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- সবুজ বিপ্লব হয়েছে **সেচের উন্নতি করেছে** ভারতে খামারের চারপাশে
- **বাণিজ্যিক ফসল এবং অর্থকরী ফসল** যেমন তুলা, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি পরিকল্পনার **অংশ ছিল না ।** ভারতে প্রধানত সবুজ বিপ্লব **খাদ্যশস্যের উপর জোর দিয়েছিল** গম এবং চালের মতো
- **খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য , সবুজ বিপ্লব সার , আগাছানাশক** এবং এর প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। বিপ্লব ফসলের ক্ষতি বা ক্ষতি কমাতে **কীটনাশকের**
- এটাও **বাণিজ্যিক চাষের প্রচারেও সহায়তা করেছে** দেশে
- ফসল কাটার যন্ত্র, ড্রিল, ট্রাক্টর ইত্যাদির মতো **যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তির প্রবর্তন** এবং এইভাবে, চাষের **যান্ত্রিকীকরণকে সহজতর করেছে।**

## প্রথম সবুজ বিপ্লব

**গম ও ধানের** উচ্চ ফলনশীল জাত (HYVs) হয়েছে ভারতীয় সবুজ বিপ্লবের **মূল উপাদান**
যদিও "সবুজ বিপ্লব" শব্দটি গম এবং ধানকে বোঝায়, কিছু কৃষি বিজ্ঞানীরা ভুট্টা, **সয়াবিন এবং আখ** অন্তর্ভুক্ত করেন যেখানে ফলনে দর্শনীয় লাভ হয়েছে।

## সবুজ বিপ্লবের উপাদান

### 1. উচ্চ ফলনশীল জাতগুলির প্রবর্তন (HYV)

- 
  - 1960 এর দশকে, দ **গমের গড় জাতীয় ফলন** কৃষিতে উন্নত দেশগুলির গমের ফলনের তুলনায় খুবই কম ছিল।
  - এম এস স্বামীনাথন, (আইসিএআর-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক) জোর দিয়েছিলেন লম্বা জাতের পুরো প্রজনন কর্মসূচির **পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।**
  - নরম্যান ই. বোরলাগকে মেক্সিকো থেকে 1963 সালে ভারতে বামন জাত ব্যবহারের সম্ভাবনার মূল্যায়ন করার জন্য GoI দ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।
  - বোরলাগ **মেক্সিকান বংশোদ্ভূত আধা বামন** গম ব্যবহারের **সম্ভাব্যতার সুপারিশ করেছেন** কারণ ভারতে বিদ্যমান কৃষি-জলবায়ু মেক্সিকোর মতোই।
  - তার সুপারিশে **লারমা রাজো** ও **সনোরা-৬৪ নামে দুটি আধা বামন জাত** নামে দুটি আধা বামন জাত বেছে নেওয়া হয় এবং সেচযুক্ত জমিতে চাষের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।
  - এই জাতগুলি **খুব উচ্চ ফলন দিয়েছে** এবং গম উৎপাদনে বিপ্লব এনেছে।
  - 1970 সালে, **নরম্যান ই. বোরলাগ "সবুজ বিপ্লব" এর জন্য** নোবেল **পুরস্কারে ভূষিত হন।** ভূষিত হন যা ভারতকেও সাহায্য করেছিল।
  - গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি সার এবং সেচের জন্য অনুকূলভাবে সাড়া দিয়েছে।

### 2. রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার

- 
  - কীটনাশক হল রাসায়নিক যা কৃষিতে অবাঞ্ছিত কীট নামক জীবকে হত্যা বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
  - **নাইট্রোজেন সার (N)** - নাইট্রোজেনযুক্ত সার যেমন অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং ইউরিয়া।
  - নাইট্রোজেনযুক্ত সার **উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে** এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য।
  - **পটাসিয়াম সার (P)** - পটাসিয়াম ধারণকারী সার যেমন পটাসিয়াম সালফেট এবং পটাসিয়াম নাইট্রেট।
  - **ফসফেট সার (K)** - ফসফেট ধারণকারী সার যেমন অ্যামোনিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (সুপারফসফেট)।

### 3. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

- 
  - **জমির বৃহৎ অংশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে** খামার যান্ত্রিকীকরণের ধারণা এসেছে।
  - **কৃষি শ্রমের ঘাটতি** মোকাবেলা করার জন্য , কৃষি কাজ সম্পন্ন করার জন্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ছিল সুস্পষ্ট পছন্দ।
  - যান্ত্রিকীকরণ ইনপুটগুলির **দক্ষতা উন্নত করে এবং স্কেলের অর্থনীতি** নিশ্চিত করে ।

4. সেচ

- 
  - HYV-এর জন্য সাধারণত প্রচুর পানির প্রয়োজন হয় এবং তাই সেচ সুবিধা ছিল সবুজ বিপ্লবের **পূর্বশর্ত** ।
  - **কূপ (খনন ও নল) –** ভারতের **সমতল অঞ্চলে** এই ধরনের সেচ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পাঞ্জাব-হরিয়ানা অঞ্চলে কূপের **অত্যধিক শোষণ ভালভাবে পরিলক্ষিত হয়।**
  - **খাল** - এটি সাধারণত একটি **বিস্তৃত এবং বিস্তৃত সেচ। খাল সেচ কাদামাটি মাটি সহ অঞ্চলের** জন্য ভাল উপযোগী, এঁটেল মাটি জলের ক্ষরণ রোধ করে। বেশিরভাগ **দক্ষিণ ভারত এবং গঙ্গা-যমুনা অঞ্চলে** অনুশীলন করা হয় ।
  - **নদী উত্তোলন ব্যবস্থা** - নদীর কাছাকাছি এলাকায় সম্পূরক সেচের জন্য সরাসরি নদী থেকে জল তোলা হয়। বেশিরভাগ **দক্ষিণ ভারতে** অনুশীলন করা হয় ।
  - **ট্যাঙ্ক** - এগুলি **ছোট স্টোরেজ** জলাধার, যা ছোট ক্যাচমেন্ট অঞ্চলের রান-অফকে **আটকায় এবং সংরক্ষণ করে** ।

## সবুজ বিপ্লবের প্রভাব

### পজিটিভ

- সবুজ বিপ্লব **উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি** করেছে । বিপ্লবের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী ছিল **গমের শস্য** ।
- সবুজ বিপ্লব প্রাথমিক পর্যায়ে গমের ক্ষেত্রে **প্রতি হেক্টর ফলন 850 কেজি থেকে অবিশ্বাস্য 2281 কেজি/হেক্টরে বৃদ্ধি করেছে।**
- ভারত **স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে পৌঁছেছে** এবং আমদানির উপর কম নির্ভরশীল ছিল। দেশে উৎপাদন **স্বাভাবিক ও জরুরি চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট ছিল।**
- অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির ওপর নির্ভর না করে **ভারত** তার কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি শুরু করে।
- **গ্রামীণ কর্মসংস্থান** বেড়েছে । তৃতীয় শিল্পগুলি কর্মশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।
- **নতুন প্রযুক্তি** গ্রহণ কর্মসংস্থানকেও উত্সাহিত করেছে কারণ একাধিক ফসল চাষের ফলে বিভিন্ন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ভাড়া করা শ্রমিকদের প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে - পরিবহন, সেচ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি।
- **বার্ষিক ফসলের সাথে আরও সামঞ্জস্য** রয়েছে কারণ ক্ষেত্রগুলি প্রতি বছর একইভাবে কাজ করা হয়।
- নতুন প্রযুক্তি এবং কৃষির আধুনিকায়ন কৃষি ও শিল্পের মধ্যে **যোগসূত্রকে শক্তিশালী করেছে** ।
- এটি রোগ এবং কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী **উদ্ভিদের অসংখ্য স্ট্রেন তৈরি করতে সাহায্য করেছে** । এটি কৃষকদের আরও নিরাপদ করে তোলে
- ভারতে সবুজ বিপ্লব **প্রধানত দেশের কৃষকদের উপকৃত করেছিল।** বিপ্লবের সময় কৃষকরা কেবল বেঁচেই ছিল না, সমৃদ্ধও হয়েছিল। তাদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা **তাদের ভরণপোষণের কৃষি থেকে বাণিজ্যিক চাষে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম করেছে।**

### নেতিবাচক

- **কৃষি প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা**অপর্যাপ্ত সেচ কভার, খামারের আকার খণ্ডিতকরণ, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ব্যর্থতা, প্রযুক্তির অপর্যাপ্ত ব্যবহার, ক্রমহ্রাসমান পরিকল্পনা ব্যয়, ইনপুটগুলির ভারসাম্যহীন ব্যবহার এবং ক্রেডিট বিতরণ ব্যবস্থায় দুর্বলতার কারণে কৃষির প্রবৃদ্ধিতে

- বিবর্তনের আঞ্চলিক বিচ্ছুরণ **আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে** সৃষ্টি করেছে । সবুজ বিপ্লবের সুফল সেসব এলাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল যেখানে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল।
- যেহেতু কয়েক বছর ধরে বিপ্লব **গম উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল** , তাই এর সুবিধাগুলি বেশিরভাগই কেবল গম-উৎপাদনকারী এলাকায় জমা হয়েছিল।
- **আন্তঃব্যক্তিক অসমতা**বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে
- গ্রামীণ এলাকায় আয়ের প্যাটার্ন বন্টনের উপর বিরূপ প্রভাব। **এটি আন্তঃ-আঞ্চলিক এবং আন্তঃ-আঞ্চলিক বৈষম্যকে প্রসারিত** করেছে আয়ের ক্ষেত্রে
- বিপ্লবের সময় প্রবর্তিত নতুন প্রযুক্তিগুলি **যথেষ্ট বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে** আহ্বান জানিয়েছিল যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র কৃষকদের সাধ্যের বাইরে ছিল।
- **বৃহৎ কৃষিজমি** থাকা কৃষকরা খামার এবং অ-কৃষি সম্পদে উপার্জন পুনঃবিনিয়োগ, ছোট চাষীদের কাছ থেকে জমি ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে আয়ের ক্ষেত্রে বৃহত্তর নিখুঁত লাভ করতে থাকে।
- **পরিবেশগত খরচ**সবুজ বিপ্লবের
- কৃষকরা **পণ্য সরবরাহের জন্য মূলত বাজারের উপর নির্ভরশীল** তাদের পণ্যের চাহিদা এবং
- নতুন প্রযুক্তি কৃষকদের নগদ চাহিদা বৃদ্ধি করায় কৃষি ঋণের চাহিদাও বেড়েছে। **দরিদ্র কৃষকরা সহজে ঋণ পেতে পারছেন না।**
- **ব্যাপক কৃষি যান্ত্রিকীকরণের** ফলে কৃষি শ্রমিকদের স্থানচ্যুত করা হয়েছে এবং তাদের বেকার করে রাখা হয়েছে।
- হাইব্রিড **ফসলগুলি** এই ফসলগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সার, কীটনাশক ইত্যাদির অত্যধিক ব্যবহারের কারণে মাটি দূষণ, জল দূষণের মতো **পরিবেশগত প্রভাবও তৈরি করেছে ।**

## উপসংহার

- কৃষকদের উপর সবুজ বিপ্লবের **ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রভাব** রয়েছে ।
- সবুজ বিপ্লবের কারণে **খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি** পেয়েছিল যা কৃষকদের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল যাতে কৃষিকাজে পরিণত হয়।
- সবুজ বিপ্লবের কারণে, ভারতের কৃষি খাত খাদ্যশস্যের **ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে ।** যাইহোক, এখন সময় এসেছে সবুজ বিপ্লব আনার যা কৃষকবান্ধবও বটে।

## কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিপ্লব

| | |
|---|---|
| কালো বিপ্লব | পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত |
| নীল বিপ্লব | মাছ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত |
| ব্রাউন বিপ্লব | চামড়া উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত |
| সোনালী বিপ্লব | সামগ্রিক উদ্যানপালন, মধু এবং ফল উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত |
| সবুজ বিপ্লব | কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত |
| ধূসর বিপ্লব | সারের সাথে সম্পর্কিত |
| গোলাপী বিপ্লব | মাংস ও মুরগির উৎপাদন |
| রূপালী বিপ্লব | ডিম উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত |
| সাদা বিপ্লব | দুগ্ধ এবং দুধ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত |
| হলুদ বিপ্লব | তৈলবীজ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত |